NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ পাকিস্তানকে হারাতে আগ্রাসী ক্রিকেটই বাজি হরমনপ্রীতদের!

সবুজ-মেরুনে যোগ স্কটিশ স্ট্রাইকার এরউইনের ৭

কলকাতা ৩১ অগস্ট ২০২৬ ১৩ ভাদ্র ১৪৩৩ সোমবার বিংশ বর্ষ ৮১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 31.08.2026, Vol. 20 Issue No. 81, 8 Pages, Price 3.00

সরকারি দপ্তরে জনতার দরবার

■ সাধারণ মানুষের অভিযোগ ও সমস্যা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার এবার সরকারি দপ্তরগুলিতেও 'জনতার দরবার' চালু করছে। মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত সরকারি আধিকারিকরা কোনও পূর্বনির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি দেখা করবেন।

দেওয়ালে রং

■ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের কয়েক দিনের মধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দেওয়াল পরিষ্কারের কাজ শুরু। শনিবার থেকে বিভিন্ন জায়গায় থাকা বিতর্কিত লেখা ও স্লোগানের ওপর সাদা রং করা হচ্ছে বলেই খবর। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানিয়েছে, এর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের কোনও সম্পর্ক নেই। নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ হিসেবেই দেওয়াল রং করা হচ্ছে।

জোড়া ফলায়

■ সমুদ্রে ঘনীভূত শক্তিশালী নিম্নচাপ ও জোড়া ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলায় রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে দফায় দফায় বৃষ্টি। দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও পশ্চিমাঞ্চলের একাধিক জেলায় প্রবল থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে জারি করা হয়েছে 'কমলা সতর্কতা'।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'দোস্তলিক' সম্মান, উজবেকিস্তানের সঙ্গে কৌশলগত বোঝাপড়ায় ভারত।

'মনের কথা'য় মোদীর মহানায়ক স্মরণ

নয়াদিল্লি, ৩০ অগস্ট: সেপ্টেম্বর মাসের ৩ তারিখে উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ। তার আগে রবিবার 'মন কি বাতে'র ১৩৭তম পর্বে বাংলা সিনেমার মহানায়ককে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে এল সত্যজিৎ রায়ের প্রসঙ্গ। বিশেষ করে সত্যজিতের 'নায়ক' ছবিতে উত্তম কুমারের অভিনয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

রবিবার প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আগামী ৩ সেপ্টেম্বর আমরা প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ পালন করতে চলেছি। অভিনয় জগতে তাঁর অবদান কখনও ভুলবে না সিনেপ্রেমী মানুষজন। তাঁদের হৃদয়ের মণিকোঠায় রয়েছেন উত্তম কুমার। অনেকেই বলেন, সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' সিনেমায় তাঁর অভিনয়ই এতটা উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। সিনেপ্রেমীরা তাঁকে মনে রাখেন এই চরিত্রে। সত্যজিৎ রায় নিজে মনে করতেন, অভিনয় দক্ষতার সঙ্গে উত্তম কুমারের বিশাল গভীরতাই তাঁকে এত বড় করে তুলেছে। যে কোনও চরিত্র জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে তাঁর পরিশ্রমের বিকল্প ছিল না।'

এই বছরে মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারও তাঁর জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠান করতে চলেছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। বর্তমানে উজবেকিস্তান সফরে থাকা প্রধানমন্ত্রী সেখান থেকেই 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়াও মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ পালন করবে রাজ্যের নতুন সরকার। এই বিষয়ে রাজ্যের পক্ষ থেকে ৩ সেপ্টেম্বর ও ৪ সেপ্টেম্বরও বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। এই অনুষ্ঠানের দায়িত্বে রয়েছেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। সুকান্ত নিজেও এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বলে জানিয়েছেন।

উত্তম-শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'মন কি বাতে'র রবিবারের পর্বে প্রয়াত অভিনেতা উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষের প্রসঙ্গ তুলে তাঁকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর উত্তম কুমারের ১০০তম জন্মবার্ষিকী। প্রধানমন্ত্রীর সেই বক্তব্যের কথা উল্লেখ করে রবিবার নিজের সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রবিবার নিজের দফতর থেকেই 'মন কি বাতে'র সর্বশেষ পর্ব শুনেছেন তিনি। সেখানেই বাংলা ও ভারতীয় সিনেমার অন্যতম পরিচিত অভিনেতা উত্তম কুমারের অভিনয়জীবন এবং তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। রবিবারের পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, উত্তম কুমারের অভিনয়, ব্যক্তিত্ব এবং দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক প্রভাবের কথা প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেছেন। বাংলা সিনেমার দর্শক এবং শিল্পীদের কাছে উত্তম কুমারের কাজ এখনও প্রাসঙ্গিক বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু, সুড়ঙ্গবন্দি বহু শ্রমিক

কাঠমাণ্ডু, ৩০ অগস্ট: চার দিন অতিক্রান্ত হতে চলল। নেপালে কোন সুড়ঙ্গের ভিতরে কত জন আটকে রয়েছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আনুমানিক ৯০০ শ্রমিক আটকে পড়েন নেপালের বিভিন্ন জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের সুড়ঙ্গে। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগকেই এখনও উদ্ধার করা যায়নি। যত সময় এগোচ্ছে, তাঁদের জীবিত উদ্ধারের সম্ভাবনা তত ক্ষীণ হচ্ছে। রবিবার বিকেল পর্যন্ত নেপালের বিপর্যস্ত এলাকাগুলি থেকে মোট ৭৮১ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। এখনও নিখোঁজ ২৫০২ জন।

নেপালে ত্রিশূলী নদীর ওপর বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে। রাসুয়া এবং নুয়াকোট জেলা মিলিয়ে নদীতে মোট ন'টি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র আছে। তার মধ্যে পাঁচটি এখনও নির্মীয়মাণ। হড়পা বানের জেরে এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির সুড়ঙ্গমুখগুলি চাপা পড়ে যায় কাদামাটির স্তূপের নীচে। সুড়ঙ্গগুলিতে আটকা পড়ে যান প্রায় ৯০০ শ্রমিক। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, তাদের মধ্যে সাড়ে তিনশোর কিছু বেশি শ্রমিককে উদ্ধার করা গেলেও বাকিদের কোনও সন্ধান মেলেনি। অন্তত ৫৩৭ জন শ্রমিকের কোনও খবর মেলেনি।

সুড়ঙ্গগুলিতে আটকে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধার করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে নেপালের সেনা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কাদামাটি এবং ধ্বংসস্তূপ এতটাই বেশি জমে গিয়েছে যে থার্মাল ড্রোন দিয়েও কিছু শনাক্ত করা যাচ্ছে না। বিপর্যয়ের প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে বৃহস্পতিবার থেকেই সুড়ঙ্গগুলিতে উদ্ধার অভিযান শুরু করে নেপালের সেনা এবং উদ্ধারকারী দলগুলি।

নেপালের নুয়াকোটে আপার ত্রিশূলী-৩এ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সুড়ঙ্গে প্রবেশের কোনও রাস্তা পাওয়া যাচ্ছিল না। সবই চাপা পড়ে ছিল কাদামাটির স্তূপের নীচে। বিপর্যয়ের পরে সেখানে অনেক শ্রমিক আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে কত জন সেখানে আটকে রয়েছেন, তা স্পষ্ট নয়। নেপাল সেনার অনুমান, ভিতরে অন্তত ৩৫ জন আটকা পড়ে থাকতে পারেন। তবে এই সংখ্যা প্রায় ২০০-র আশপাশে হতে পারে বলে অনুমান করছে নেপাল পুলিশ। ড্রিল মেশিন, মাটি কাটার যন্ত্র এবং হাইড্রোলিক কাটার দিয়ে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে অবশেষে রবিবার বিকেলে সুড়ঙ্গের প্রবেশপথ খুঁজে পান উদ্ধারকারীরা। সুড়ঙ্গের ভিতরেও প্রবেশ করেন তাঁরা। তবে ডাকাডাকির পরেও কারও সাড়াশব্দ মেলেনি।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহের দপ্তর জানাচ্ছে, সুড়ঙ্গের ওপরের অংশ ড্রিল করে যে প্রবেশপথ পাওয়া গিয়েছে, সেখান দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন উদ্ধারকারীরা। তাঁরা ডাকাডাকি করলেও ভিতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাননি। আপাতত ওই সুড়ঙ্গমুখকে আরও চওড়া করার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে বলেন্দ্রর দপ্তর। উদ্ধারকারীদের আশঙ্কা, রাসুয়া জেলায় আপার ত্রিশূলী-১ জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের সুড়ঙ্গে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র সেখানেই প্রায় ৩০০ শ্রমিক আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
সত্যমেব জয়তে
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর

প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে, প্রায় ₹৩০০ কোটি বিনিয়োগে উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত

নন্দীগ্রাম-I ও নন্দীগ্রাম-II-তে শুরু হচ্ছে নতুন অধ্যায়। উন্নত পরিকাঠামো, আরও কর্মদিবস ও জীবিকার নতুন সুযোগে গড়ে উঠছে সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর নন্দীগ্রাম।

গ্রামীণ আবাসন
পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনায় ৭,১৭৪ টি পরিবারের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ প্রদান
প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সমীক্ষায় ১১,২৩৪ টি পরিবার প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত

গ্রামীণ কর্মসংস্থান
৩৪০ টি কাজে প্রায় ১.১৩ লক্ষ কর্মদিবস সৃষ্টি
১৬,২৮৬ জন পরিযায়ী শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ
১২,০০০ জনকে নতুন রোজগার গ্যারান্টি কার্ড

গ্রামীণ পরিকাঠামো
রাস্তা, শ্রেণিকক্ষ, কৃষি পুকুর ও গ্রামীণ হাট নির্মাণ
পারিবারিক ও কমিউনিটি শৌচালয় এবং পঞ্চায়েত ভবন
সমস্ত গ্রামের মানুষের জন্য উন্নত পরিকাঠামো

স্বনির্ভর গোষ্ঠী
৩,৫৪৯ টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণ-সংযোগ
২০০ টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও ১০ টি সংঘকে আর্থিক সহায়তা

সামাজিক পেনশন
৮,৫৩৭ জন প্রবীণ, বিধবা ও বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ পেনশনের আওতায়
মাসিক পেনশন ₹১,০০০ থেকে বাড়িয়ে ₹১,৫০০

ICA-D1325(9)/2026

আপনার সরকার আপনার পাশে

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত ইং 29.08.2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 20500 নং এফিডেভিট বলে আমি Hena Ram, D/o. Manahara Ram, R/o. Rajbangshipara, Sripur Bazar, Balagarh, Hooghly-712514, ঘোষণা করিয়াছি যে, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টের অর্ডার বলে আমি আমার পুত্রের লিগ্যাল গার্জেন নিযুক্ত হইয়া এই হলফনামার মাধ্যমে আমার পুত্র, যার পুরনো নাম ছিল Debojayoti Som, তার নাম পরিবর্তন করিয়া নতুন নাম রাখলাম Devjit Ram, এবং তাকে সর্বত্র এই নতুন নামেই পরিচিত করা হইল এবং সমস্ত নথিতে নাম সংশোধন করিয়া Devjit Ram, করার জন্য অনুরোধ করা হল। আমার পুত্র Devjit Ram ও Debojayoti Som, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

গত 27/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 18125 নং এফিডেভিড বলে আমি, Namita Bachhar, W/o. Rakesh Bachhar, R/o. Belpara, Dakshindihi, Jangipara, Hooghly-712706, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Rishav Bachhar) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. B-2019: 19-03072-000570, dated 13/11/2020) আমার/ পুত্রের মাতার সঠিক নাম Namita Bachhar-এর পরিবর্তে Namita Ray Bachar লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া Namita Bachhar লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি/ পুত্রের মাতা Namita Bachhar ও Namita Ray Bachar W/o. Rakesh Bachhar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল মীর সরিফুল ইসলাম, পিতা প্রয়াত মীর মহম্মদ কালু ইসলাম, ঠিকানা- শালিদহ, উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- শিবদাসপুর, পো : শালিদহ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩১৪৫, মূল রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৬৫৫ - ১৯৯৮ সালের তারিখ ১৭.০২.১৯৯৮, তাঁর নামে (মীর সরিফুল ইসলাম) তাঁর হেফাজত থেকে শিবদাসপুর নতুনহাট জেরক্সের দোকান থেকে ২৬.০৮.২০২৬ তারিখ আনুমানক সন্ধে ৫.৩০ টার সময় ফিরে আসার পথে হারিয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিবদাসপুর থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ১১০০ তারিখ ২৭.০৮.২০২৬ দায়ের করা হয়। কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রসেনজিৎ ঘোষ
অ্যাডভোকেট
টি ১৪, ৪র্থ তল, ১৯, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১, ফোন : ৭০০৩৮৫৫৭৪৪
মেল : infralegalservices1@gmail.com

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ফরাক্কায় জলপ্রবাহ থেকে কলকাতা বন্দরের নাব্যতা, নতুন চুক্তিতে একাধিক দাবি নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারত-বাংলাদেশের গঙ্গা-পদ্মা জলবণ্টন চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে চলতি বছরের ডিসেম্বরে। নতুন করে চুক্তি করার আগে পশ্চিমবঙ্গের জল, বন্দর ও শিল্পের প্রয়োজন যেন আলোচনায় থাকে, সেই দাবিগুলিকে সামনে রেখে কেন্দ্রের কাছে রিপোর্ট জমা দিল নবান্ন। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের অভ্যন্তরীণ কমিটির বৈঠকেও রাজ্যের প্রতিনিধিরা এই বিষয়টি তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে নবান্নের দাবি, শুখা মরশুমে ফারাক্কা ব্যারাজের মাধ্যমে ভাগীরথী-হুগলিতে প্রয়োজনীয় জলপ্রবাহ ধরে রাখা দরকার। গঙ্গার প্রবাহ কমে গেলে হুগলি নদীতে নাব্যতা কমে যায়। এর প্রভাব পড়ে কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দরের জাহাজ চলাচলেও। এছাড়াও গঙ্গার নদীভাঙন ও পলি জমার মতো সমস্যাও রাজ্যের দেওয়া রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে বলেই সূত্রের খবর। ফরাক্কার উজান ও ভাটির মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া এলাকায় প্রতি বছর নদীভাঙনের সমস্যা দেখা দেয়। নদীতে পলি জমার কারণে বর্ষায় বন্যার আশঙ্কাও বেড়ে চলেছে। সেক্ষেত্রে নতুন জলবণ্টন ব্যবস্থার আলোচনায় এই বিষয়গুলিকেও অন্তরভূক্তি করতে চায় রাজ্য সরকার।

তাই রাজ্যের ক্ষেত্রে জলের চাহিদার প্রকৃত চিত্র কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে তুলে ধরেছে নবান্ন। একদিকে যেখানে রাজ্যে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যাচ্ছে, কিছু এলাকায় আর্সেনিকের সমস্যাও বেড়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে গঙ্গার জল সেচের পাশাপাশি পরিশোধন করে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়াও রাজ্যে শিল্পের প্রয়োজনেও সেই জলের একটি অংশ ব্যবহার করা হয়।

তাই নতুন চুক্তির ক্ষেত্রে শুধু দুই দেশের মধ্যে জল ভাগের হিসাব নয়, পরিবেশগত ঝুঁকি এবং নদীভাঙন ঠেকানোর বিষয়টিও বিবেচনায় রাখার দাবি জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। যদিও প্রশাসনিক স্তরে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের মাধ্যমে আরও আলোচনা করতে চায় রাজ্য। সূত্রের খবর এর মধ্যেই নতুন চুক্তির খসড়া তৈরির প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের প্রযুক্তিগত দল ফারাক্কা এবং বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে গঙ্গা-পদ্মার জলপ্রবাহের পরিমাপ নথিবদ্ধ করছে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেই রাজ্যের প্রয়োজনগুলি কেন্দ্রের কাছে স্পষ্ট করে রাখতে চাইছে নবান্ন বলেই প্রশাসন সূত্রের খবর।

সপ্তাহে দু'দিন সরকারি দপ্তরে 'জনতার দরবার', সরাসরি শুনবেন আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাধারণ মানুষের অভিযোগ ও সমস্যা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার এবার সরকারি দপ্তরগুলিতেও 'জনতার দরবার' চালু করছে। মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত সরকারি আধিকারিকরা কোনও পূর্বনির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি দেখা করবেন।

এই ব্যবস্থা শুধু নবান্ন বা শহরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, বিডিও, পুরসভার কমিশনার, পুলিশ আধিকারিক-সহ বিভিন্ন দপ্তরের ফিল্ড-লেভেলের আধিকারিকদেরও এর আওতায় আনা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে যাতে আধিকারিকরা মানুষের অভিযোগ শুনতে পারেন, সেজন্য ওই সময় বৈঠক, সরকারি সফর বা অন্য কর্মসূচি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের মোবাইল নম্বর ও ই-মেল আইডি দপ্তরে দৃশ্যমান স্থানে এবং সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। কোন দপ্তরে, কোন দিন ও সময়ে জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, তাও আগাম নোটিস দিয়ে জানাতে হবে।

অভিযোগ গ্রহণেই দায়িত্ব শেষ হবে না। অভিযোগের ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হল, তারও নথিভুক্তি করতে হবে 'আপনার সরকার আপনার পাশে' পোর্টালে। অভিযোগ নিষ্পত্তির অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবে কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর। প্রশাসনের দাবি, ডিজিটাল পরিষেবার পাশাপাশি সরাসরি সরকারি আধিকারিকের কাছে পৌঁছনোর সুযোগ তৈরি করতেই এই উদ্যোগ।

অশোকনগরে তেল উৎপাদন শুরু, শিল্পে বিলম্ব নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: অশোকনগরের তৈলক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ভাবে অপরিশোধিত তেল উৎপাদন শুরু হয়েছে। প্রথম দফায় প্রায় ১,২০০ লিটার অপরিশোধিত তেল হলদিয়া শোধনাগারে পাঠানো হয়েছে। রাজ্যের শিল্প ও জ্বালানি ক্ষেত্রে এই ঘটনাকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

তবে উৎপাদন শুরুকে ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে বর্তমান রাজ্য সরকারকে কৃতিত্ব দেওয়ার পাশাপাশি আগের তৃণমূল সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। শমীকের অভিযোগ, তৎকালীন তৃণমূল সরকারের সময়ে প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেতে দীর্ঘসূত্রিতা হওয়ায় অশোকনগরের প্রকল্প বাস্তবায়নে অকারণে দেরি হয়েছে। তাঁর আরও দাবি, এর ফলে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক প্রসারের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে রাজ্য। এই প্রসঙ্গে শমীক বলেন, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের সম্ভাবনা ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। প্রয়োজন শুধু সঠিক নীতি, দ্রুত সিদ্ধান্ত এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার।

অশোকনগরের প্রকল্পটি নিয়ে তিনি নিজেও দীর্ঘদিন ধরে সরব ছিলেন বলে জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যসভার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর কাছেও বিষয়টি একাধিক বার তুলে ধরেছিলেন তিনি। তাঁর মতে, অশোকনগরে উৎপাদন শুরু হওয়া দেখিয়ে দিল রাজ্যের শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাবনা এখনও আছে। যদিও সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে কাজে লাগাতে প্রশাসনিক জটিলতা কাটানো অত্যন্ত জরুরি। একই সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং তোলাবাজির অভিযোগ থেকেও মুক্ত পরিবেশ তৈরির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

শমীকের কথায়, দুর্নীতি, তোলাবাজি ও লাল ফিতার ফাঁস থেকে শিল্পকে মুক্ত করা দরকার। অশোকনগরের উৎপাদন শুরু তাই শুধু একটি তৈলক্ষেত্রের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সূচনা নয়, রাজ্যে শিল্পের পরিবেশ নিয়ে নতুন করে কর্মসংস্থান তৈরি হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে বলেই শমীকের দাবি।

পুরভোটের টিকিটে জনপ্রিয়তা ও জয়ের সম্ভাবনাকেই গুরুত্ব সুকান্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সবকিছু পরিকল্পনা মতো এগোলে ডিসেম্বর মাসে কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আর কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমের ভোটকে সামনে রেখে প্রার্থী বাছাইয়ের মাপকাঠি স্পষ্ট করে দিল রাজ্য বিজেপি। দলের সঙ্গে কত দিন ধরে রয়েছেন, সাংগঠনিক কাজে কতটা দক্ষ, এসবের চেয়ে ভোটে জেতার সম্ভাবনাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানালেন কলকাতা পুরভোটের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা তথা বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, প্রার্থীর জনপ্রিয়তা, মানুষের মধ্যে পরিচিতি-গ্রহণযোগ্যতা এবং এলাকায় করা কাজ খতিয়ে দেখেই প্রার্থী বাছাই করা হবে। রাজ্য প্রশাসন সূত্রের খবর

দুর্গাপুজোর পরেই কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমের নির্বাচনের প্রস্তুতি আরও জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে দুই পুরনিগমের জন্য আলাদা করে দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে বিশেষ কমিটিকে। সেই কমিটির মধ্যে কলকাতার দায়িত্বে আছেন সুকান্ত মজুমদার। হাওড়ার দায়িত্বে আছেন রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা। ইতিমধ্যেই পুরনিগমের ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে দুই জায়গাতেই বৈঠক ও সাংগঠনিক আলোচনা জোরকদমে চলছে।

রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত জানান, প্রার্থী বাছাইয়ের সময় কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা পুরনো-নব্য পরিচয়কে সামনে রাখা হবে না। সুকান্ত বলেন, 'যাঁরা ভোটে জিততে পারবেন, তাঁরাই টিকিট পাবেন। সে ক্ষেত্রে প্রার্থীর জনপ্রিয়তা, সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর পরিচিতি ও কাজকর্ম সবটাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হবে।'

দলের সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া এবং নির্বাচনের টিকিট বাছাই, এই দুই বিষয়কে আলাদা করে দেখার কথা বলেন তিনি। সুকান্তের বক্তব্য, সংগঠনে পদ দেওয়ার সময় অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা বিবেচনায় আসতে পারে। কিন্তু নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে শেষ কথা হবে সেই প্রার্থীর জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা। তিনি আরও বলেন, 'সাংগঠনিক পদ দেওয়ার ক্ষেত্রে কে কত পুরনো বা দক্ষ, তা দেখা হতে পারে। কিন্তু ভোটের ময়দানে একটাই হিসাব, যিনি জিততে পারবেন, টিকিট তাঁরই। প্রার্থীর জেতার সম্ভাবনা কতটা, সেটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।'

৪ মে-র পর থেকে বিজেপিতে 'নব্য' বনাম 'পুরনো' নিয়ে যে আলোচনা চলছে, পুরভোটের প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়বে কি না, সেই প্রশ্নও এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিষয়ে যদিও কোনও আলাদা সিদ্ধান্ত হয়নি বলেই জানান সুকান্ত। সেই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'নব্য বিজেপি আবার কারা? কাউকেই তো নতুন করে দল যোগদান করায়নি। এখন কেউ যদি নিজে থেকেই নিজেকে বিজেপি নেতা মনে করেন, তা হলে তো কিছু করার নেই!' অর্থাৎ, পুরভোটের টিকিটের ক্ষেত্রে দলের ভিতরের পুরনো-নব্য সমীকরণের বদলে স্থানীয় স্তরে ভোট টানার ক্ষমতাকেই সামনে রাখতে চাইছে বিজেপি। কলকাতা ও হাওড়ার ভোটের আগে প্রার্থী বাছাইয়ে সেই নীতিই কতটা কার্যকর হয়, এখন সেটাই দেখার।

ভারতীয় মিউজিয়ামে আয়োজিত 'বন্দে মাতরম ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে এর পরিচয়' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে সামিল হলেন রাজ্যপাল আরএন রবি। ছবি- অদিতি সাহা

শ্যামনগর সবুজ মেরুন ব্রিগেডের দ্বিতীয় বর্ষে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রক্তের সংকট মোচনে রবিবার শ্যামনগর সবুজ মেরুন ব্রিগেডের উদ্যোগে পরিবেশ বন্ধু ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সবুজ মেরুন ব্রিগেডের এটি দ্বিতীয় বর্ষ রক্তদান শিবির। মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার প্রয়াত সুখেন দে, মোহনবাগানি চিত্র পরিচালক প্রয়াত ঋতম ঘোষাল ও শ্যামনগরের প্রখ্যাত ফুটবল প্রশিক্ষক প্রয়াত মুরারি মোহন সুরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এবছর রক্তদান শিবির আয়োজিত হল। রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি এদিন মাধ্যমিকে কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধিত করা হয়। উক্ত রক্তদান শিবিরে হাজির ছিলেন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য, মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ যথাক্রমে দেবাশিস দত্ত ও সন্দীপন ব্যানার্জি, ভাটপাড়া পুরসভার তদন্ত কমিটির চেয়ারপার্সন হিমাংশু সরকার, ফুটবলার স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও লাল কমল ভৌমিক। শ্যামনগর সবুজ মেরুন ব্রিগেডের সাধারণ সম্পাদক অচিন্ত্য পোদ্দার বলেন, শুধুমাত্র রক্তদান শিবির কিংবা কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা জ্ঞাপনের মধ্যেই তাঁরা সীমাবদ্ধ থাকবেন না। বৃহত্তর শ্যামনগর অঞ্চলে খেলাধুলার প্রসারের পাশাপাশি তাঁরা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত রাখবেন। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, ডুরান্ডে দলের শোচনীয় পরাজয় হয়েছে। এতে মোহনবাগান পাগল সমর্থকরা হতাশ হয়েছেন। আশা করছি, দল ফের ঘুরে দাঁড়াবে।

খানাখন্দে থমকে কলকাতার গতি

নিজস্ব সংবাদদাতা: উত্তর থেকে দক্ষিণ;শহরের বিস্তীর্ণ অংশে রাস্তার বেহাল দশায় নাজেহাল সাধারণ মানুষ। বর্ষা ও অপরিকল্পিত খোঁড়াখুঁড়ির জেরে কলকাতার প্রায় ৪৫ শতাংশ রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে পুরসভা সূত্রে খবর। পিচ উঠে গিয়ে গভীর গর্ত তৈরি হয়েছে ৮৭টিরও বেশি রাস্তায়। সামান্য বৃষ্টিতেই সেই গর্তে জল জমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। বাড়ছে যানজট, পাশাপাশি ঘটছে দুর্ঘটনাও।

দমদম রোড, বিধান সরণি, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কাশীপুর রোড, ক্যানাল ইস্ট ও ওয়েস্ট রোড, ইএম বাইপাস, ডায়মন্ড হারবার রোড, বীরেন রায় রোড (পশ্চিম), মতিলাল গুপ্ত রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড, তারাতলা রোড এবং রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় খানাখন্দের সমস্যা রয়েছে।

পুরসভার সড়ক বিভাগ সূত্রে খবর, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর পুরবোর্ড ভেঙে যাওয়ায় কয়েক মাস প্রশাসনিক অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি পূর্বতন সরকারের কাছে বারবার আবেদন করা হলেও রাস্তা মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ হয়নি বলে দাবি। বকেয়া টাকা না পাওয়ায় অনেক ঠিকাদারও কাজ করতে অনীহা দেখান। বর্তমানে মেরামতির কাজ শুরু হলেও টানা বৃষ্টিতে তা ব্যাহত হচ্ছে।

সুন্দরবনে এনএসজি-সহ পাঁচ বাহিনীর মহড়া, 'বন্দি' উদ্ধারের অনুশীলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, সুন্দরবন: সন্দেশখালির পর এবার সুন্দরবন। রবিবার সুন্দরবনে এনএসজি-র নেতৃত্বে জঙ্গি হামলা মোকাবিলার বিশেষ মহড়া হল। এনএসজির সঙ্গে ওই মহড়ায় রবিবার ছিল রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ), স্টেট র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (এসআরএএফ), পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং বিএসএফ। গোটা এলাকা ঘিরে নজরদারি থেকে শুরু করে ভবনের ভিতরে অভিযান, 'বন্দি' উদ্ধার। রবিবার যৌথ বাহিনীর একাধিক ধাপের অনুশীলন হয়। বাস্তবে কোনও জঙ্গি হামলা হলে পরিস্থিতি কী ভাবে সামলানো হবে, সেটাই মহড়ার মাধ্যমে ঝালিয়ে নেওয়া হয়। কোনও বাড়িতে পর্যটক বা স্থানীয় বাসিন্দাদের আটকে রাখা হলে কীভাবে তাঁদের নিরাপদে বের করে আনা হবে, সেই প্রক্রিয়াও এদিন অনুশীলনের অংশ ছিল। এছাড়াও উদ্ধার অভিযানের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার ধাপগুলিও এই মহড়াতে দেখানো হয়। সুন্দরবনকে মহড়ার জায়গা হিসেবে বেছে নেওয়ার পিছনে রয়েছে ওই এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান। আন্তর্জাতিক পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এই অঞ্চল বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছাকাছি। কোনও সন্ত্রাসবাদী হামলার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থা কত দ্রুত একসঙ্গে কাজ করতে পারে, তা যাচাই করতেই এই মহড়া বলে জানানো হয়েছে। যদিও মহড়ায় শুধু অভিযান চালানোর অনুশীলন হয়নি। বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় কতটা কার্যকর, সেটিও খতিয়ে দেখা হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে কে কোন দায়িত্ব পালন করবে, কী ভাবে একসঙ্গে উদ্ধার অভিযান চালানো হবে, রবিবার তারই অনুশীলন চলে।

এর আগে শনিবার সন্দেশখালিতেও এনএসজি-র মহড়া হয়েছিল। জেলবন্দি প্রাক্তন তৃণমূল নেতা শেখ শাহাজাহানের এলাকা হিসেবে পরিচিত সন্দেশখালিতে ওই মহড়ার পরের দিন সুন্দরবনে এই অনুশীলন ঘিরে এলাকায় আলোচনা শুরু হয়েছে। গত কয়েক দিনে রাজ্যে পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহে একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের ঘটনাও সামনে এসেছে। সেই পরিস্থিতিতে রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার অংশ হিসেবেই পরপর দুই জায়গায় এনএসজির মহড়া বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে।

বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত জোড়া দুর্যোগ রাজ্যজুড়ে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বর্ষার শেষ লগ্নে এসে ফের চোখ রাঙাচ্ছে বঙ্গোপসাগর। সমুদ্রে ঘনীভূত শক্তিশালী নিম্নচাপ ও জোড়া ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলায় রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে দফায় দফায় বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও পশ্চিমাঞ্চলের একাধিক জেলায় প্রবল থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। পরিস্থিতি মোকাবিলায় পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে জারি করা হয়েছে 'কমলা সতর্কতা'। একই সঙ্গে উত্তাল সমুদ্রের কারণে সোমবার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও ওডিশা উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ অঞ্চলটি বর্তমানে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭.৬ কিলোমিটার উঁচুতে অবস্থান করছে। এটি শক্তি বাড়িয়ে আরও সুস্পষ্ট হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর পাশাপাশি সক্রিয় রয়েছে বর্ষাকালীন অক্ষরেখাও। পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ হয়ে ঝাড়খণ্ডের ওপর দিয়ে এই অক্ষরেখা পুরুলিয়া ছুঁয়ে বাঁক নিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এই দুই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জোড়া প্রভাবেই বৃষ্টিপাত বাড়ছে গোটা রাজ্যে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতায় সোমবারও টানা বর্ষণ চলবে। সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, রবিবার সকালে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছয় ৩৩.৬ ডিগ্রিতে, দুটিই স্বাভাবিকের চেয়ে ১ ডিগ্রি বেশি।

বৃষ্টি সম্পর্কে আলিপুর আবহাওয়া সম্পর্কে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলায় ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার (কিছু ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত) বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সম্প্রতি এই জেলাগুলির একটি বড় অংশ প্লাবিত হয়েছিল, ফের নতুন করে বৃষ্টি নামায় বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির তীব্রতা ধীরে ধীরে কমতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও দুর্যোগের মেঘ ঘনাচ্ছে বলে জানিয়েছে আলিপুর। কালিম্পং, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার, উত্তরবঙ্গের এই পাঁচ জেলায় সোমবার ও মঙ্গলবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে বুধবার পর্যন্ত দুর্যোগ চলতে পারে। তবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও হালকা থেকে মাঝারি বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি বজায় থাকবে।

এদিকে নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্রে ঘণ্টার ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইছে, যা সর্বোচ্চ ৫৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে। উত্তাল সমুদ্রের কারণে মৎস্যজীবীদের সোমবার পর্যন্ত জলে নামতে বারণ করা হয়েছে। ডিভিসি থেকে জল ছাড়ার ফলে রাজ্যের যে সমস্ত নিচু এলাকায় জল জমে রয়েছে, সেখানে নতুন করে জলস্তর বাড়ার আশঙ্কায় নবান্নের তরফে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা শাসকদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের জন্য বিপর্যয় মোকাবিলা দলকেও প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৩১ অগস্ট ২০২৬, ১৩ ভাদ্র ১৪৩৩, সোমবার

মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তির পরেই দেওয়াল মুছে ফেলল যাদবপুর কর্তৃপক্ষ

‘স্লোগান ফিরবে’ বলে দাবি বাম ছাত্র সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ‘দশ হাজার কণ্ঠে বন্দেমাতরম’ কর্মসূচির আগে থেকেই নিজের সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করে যাদবপুর ক্যাম্পাসের মধ্যে আপত্তিকর ও দেশবিরোধী স্লোগান ও দেওয়াল লিখন নিয়ে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের কয়েক দিনের মধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দেওয়াল পরিষ্কারের কাজ শুরু করল কর্তৃপক্ষ। শনিবার থেকে বিভিন্ন জায়গায় থাকা বিতর্কিত লেখা ও স্লোগানের উপর সাদা রং করা হচ্ছে বলেই সূত্রের খবর। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানিয়েছে, এর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের কোনও সম্পর্ক নেই। নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ হিসেবেই দেওয়াল রং করা হচ্ছে বলেই জানিয়েছে এই বিষয়কে। সম্প্রতি এবিভিপি এবং বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে

যাদবপুরে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে ওঠে। সেই সময় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন দেওয়ালে লেখা কয়েকটি স্লোগান নিয়ে নিজের সোশ্যাল মিডিয়াতেও তীব্র আপত্তি জানান মুখ্যমন্ত্রী। ‘রেড স্যালুট কিষেণজি’ এবং ‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি’-র মতো লেখার প্রসঙ্গ তুলে তিনি যাদবপুরের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই ধরনের দেওয়াল লিখন থাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। এছাড়াও এই সকল আপত্তিকর ছবি ও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। আর এরপরেই দেওয়াল সাফ করার কাজ শুরু হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের প্রভাবেই কি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসেছে?

যদিও কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অবশ্য ভিন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আধিকারিকের বলেন, ‘ক্যাম্পাসের দেওয়ালে নানা রকম লেখা থাকলে তা দৃষ্টিকটু দেখায়। আমরা কেবল সৌন্দর্যায়ন ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে এটি করেছি, যা আগেও করা হয়েছে।’ যদিও দেওয়ালে লেখার বদলে পড়ুয়াদের নিজেদের দাবি বা বক্তব্য নির্দিষ্ট ‘ডিসপ্লে বোর্ডে’ জানানোর পরামর্শও দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। তবে রবিবার এই সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়েছে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই। তাদের বক্তব্য, যাদবপুরের দেওয়াল বহুদিন ধরেই সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের নানা বার্তার জায়গা। সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি শুধু রং করে মুছে দেওয়া সম্ভব নয় বলে দাবি সংগঠনের। ক্যাম্পাসের ভিতর দেওয়াল মুছে ফেলা হলেও ফের সেখানে একই ধরনের সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদবিরোধী স্লোগান লেখা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে এসএফআই। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের দেওয়ালকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক থামার বদলে নতুন করে সামনে আসার সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে।

বাঙালির আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে মহানায়ক: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ৩ সেপ্টেম্বর উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ। তার আগে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে বাংলার মহানায়ককে স্মরণ করার বিষয়টি সামনে এনে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, জাতীয় মঞ্চে উত্তম কুমারকে স্মরণ করা বাংলার মানুষের কাছে নিশ্চিত গর্ব করার বিষয়।

রবিবার নিজের সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে শমীক লেখেন, প্রধানমন্ত্রীর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে বাংলা সিনেমার কিংবদন্তি অভিনেতা উত্তম কুমারের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর তাঁর ১০০তম জন্মবার্ষিকী। এই সময়ে প্রধানমন্ত্রীর স্মরণ বাঙালির কাছে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে বলেই জানান তিনি। উত্তম কুমারের অভিনয়, কাজের প্রতি নিষ্ঠা এবং বাংলা ও ভারতীয় সিনেমায় তাঁর দীর্ঘদিনের অবদানের

কথাও নিজের পোস্টে তুলে ধরেছেন শমীক। তাঁর মতে, উত্তম কুমার শুধু বাংলা ছবির নায়ক নন, বাঙালির আবেগ, সংস্কৃতি, স্মৃতি ও আত্মপরিচয়ের সঙ্গেও তাঁর নাম জড়িয়ে রয়েছে।

উত্তমের অভিনীত চরিত্র এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব এখনও এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের দর্শকের কাছে পরিচিত। সেই প্রসঙ্গেই শমীক লেখেন, মহানায়কের অভিনয় ও তৈরি করা চরিত্রগুলি এখনও দর্শকদের টানে। পাশাপাশি জাতীয় স্তরে বাংলার সংস্কৃতি ও বাংলার গর্বকে জায়গা দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি। জন্মশতবর্ষের আগে প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা ‘মন কি বাত’-এ উত্তম কুমারকে স্মরণ করার বিষয়টিকেই শমীক নিজের পোস্টের মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরেন।

কলকাতা সনাতনী সংঘের উদ্যোগে পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে এবছর প্রথমবার শুরু হবে দুর্গাপুজো। চলছে তারই প্রস্তুতি। ছবি: অদিতি সাহা

জেলে বসেই কি বড় ষড়যন্ত্রের ছক বুনছিল আফতাব?

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০০২ সালে কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে প্রাণঘাতী হামলার মূল চক্রী ও খাদিমকর্তা অপহরণকাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত কুখ্যাত জঙ্গি আফতাব আহমেদ আনসারিকে রাখা হয়েছে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের হাই-সিকিউরিটি সেলে। এদিকে এই আন্তর্জাতিক অপরাধীর ডেরা থেকে দু-দুটি দামি স্মার্টফোন, যার মধ্যে একটি আইফোন, দুটি ওয়াই-ফাই রাউটার এবং একটি হটস্পট ডিভাইস উদ্ধার হয়। শুধু তাই নয়, তল্লাশিতে মিলেছে ১২৮ জিবি-র একটি পেনড্রাইভ, ওটিজি অ্যাডাপ্টার, কার্ড রিডার সহ নগদ ৩১ হাজার টাকা। কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে কীভাবে এই সমস্ত আধুনিক প্রযুক্তি ও বিপুল নগদ অর্থ পৌঁছল, তা নিয়ে রাজ্য পুলিশ ও গোয়েন্দা মহলে হইচই পড়ে গিয়েছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তে নেমেছে লালবাজার।

রহস্য তৈরি হয়েছে দুটি রাউটার ও হটস্পট উদ্ধার হওয়া নিয়ে। সাধারণ বন্দিদের ক্ষেত্রে যেখানে কড়া নজরদারি থাকে, সেখানে কীভাবে হাই-স্পিড ইন্টারনেট ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল আফতাব তা

নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রশ্নচিহ্ন। তদন্তকারীদের খতিয়ে দেখার অন্যতম বিষয় হল, সে কি নতুন কোনো নাশকতার ছক কষছিল, নাকি ২০০৪ সালের মতো পুনরায় জেল থেকে পালিয়ে দুবাই বা পাকিস্তানে গা ঢাকা দেওয়ার মতো দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করছিল? এদিকে এই ঘটনার তদন্তে নেমে তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, জেলের অন্ধকার কুঠুরিতে বসেই কোনো বড়সড় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের জাল বুনছিল আফতাব। উদ্ধার হওয়া স্মার্টফোনগুলিতে হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রামের মতো একাধিক এনক্রিপ্টেড অ্যাপ ইনস্টল করা রয়েছে। গোয়েন্দাদের সন্দেহ, জেলের ভিতর থেকে শুধুমাত্র পরিবারের সঙ্গেই নয়, সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে অবস্থিত জঙ্গি মাথার সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিল এই সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী। ফোনগুলি ইতিমধ্যেই ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। কল ডিটেইলস রেকর্ড এবং ইন্টারনেট প্রোটোকল ডিটেইলস খতিয়ে দেখে বোঝার চেষ্টা চলছে, কাদের সঙ্গে কতবার ভিডিও ও অডিও কলে কথা বলেছে সে।

ইতিমধ্যে পুলিশ প্রশাসন সূত্রে খবর, আফতাবের সেলের নিরাপত্তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলের ভিতরেই তাকে দফায় দফায় জেরা করছেন লালবাজারের শীর্ষ আধিকারিকরা। এর পাশাপাশি গত কয়েক মাসে আফতাবের সঙ্গে জেলে কারা কারা দেখা করতে এসেছিল, তাদের নামের তালিকা ও গতিবিধি স্ক্যান করা হচ্ছে। এমনকী জেলের অন্য কোন কোন বন্দির সঙ্গে আফতাব মেলামেশা করত, তাদেরও চিহ্নিত করে জেরা শুরু হয়েছে। জেলের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষায় বড়সড় গাফিলতি বা কোনো বিষবৃক্ষের যোগসাজশ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ক্যামাক স্ট্রিটে বেআইনি হোর্ডিং খোলার ঘটনায় অভিষেক ও ডেরেককে পুলিশি তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের শাখা কার্যালয়ে বেআইনি বিলবোর্ড উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে চরম অস্বস্তিতে কালীঘাট তৃণমূল। কলকাতা পুরসভার কর্মী ও পুলিশের কাজে বাধা প্রদান, ধস্তাধস্তি এবং হেনস্তার অভিযোগে এবার সরাসরি থানা থেকে নোটিস পাঠানো হল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েনকে। পুলিশ সূত্রে খবর, শেক্সপিয়ার সরণি থানার তরফে আগামী মঙ্গলবার বেলা ১২টায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ডেরেক ও’ব্রায়েনকে সোমবারই হাজির হতে বলা হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার বিকেলে। ক্যামাক স্ট্রিটের ৯ নম্বর ঠিকানায় থাকা ওই তৃণমূল কার্যালয়ের একটি বিশাল হোর্ডিংকে ‘বেআইনি’ আখ্যা দিয়ে তা ভাঙতে পৌঁছন কলকাতা পুরসভার কর্মীরা। নিরাপত্তার স্বার্থে সঙ্গে ছিল শেক্সপিয়ার সরণি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। কিন্তু পুরকর্মী ও পুলিশ প্রাঙ্গণে পৌঁছতেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পুরো এলাকা। অভিযোগ, কার্যালয়ে ঢুকতে পুরকর্মীদের চরম বাধার মুখে পড়তে হয়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেরেক ও’ব্রায়েন। অভিযোগ, শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পুরকর্মীদের কাজে বাধা দিতে রাস্তার উপর শুয়ে পড়েন সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন। পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে পুলিশের সঙ্গে তৃণমূল কর্মীদের তুমুল ধস্তাধস্তি ও হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়, যা চলে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে। অভিযোগ উঠে আসে, প্রকাশ্যেই উর্দি পরা পুলিশের কলার ধরে হিঁচড়ে কিল-চড়-ঘুষি মারা হয় এবং পুরকর্মীদের শারীরিকভাবে হেনস্তা করা হয়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখের সামনেই এই ঘটনা ঘটলেও তিনি দলীয় কর্মীদের নিরস্ত করেননি বলে অভিযোগ তুলে তিনটি পৃথক মামলা দায়ের করে পুলিশ। তবে আইনি রক্ষাকবচ পেতে ওই দিনই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অভিষেক। কিন্তু সেখানেও বড় ধাক্কা খেতে হয় শাসকদলকে। বিচারপতি রাজা বসুচৌধুরীর বেঞ্চে মামলাটি উঠলে আদালত সাফ জানিয়ে দেয়, যেহেতু বিতর্কিত সাইনবোর্ডটি ইতিমধ্যেই ভেঙে ফেলা হয়েছে, তাই এই মামলার আর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। আদালত কোনও অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিতেও অস্বীকার করে।

এদিকে নোটিস পাঠানো নিয়ে ডেরেকের বাড়িতেও কম নাটকীয়তা হয়নি। শনিবার ডেরেকের বাসভবনে নোটিস দিতে গেলে তা গ্রহণে অস্বীকার করা হয়। জানানো হয়, সাংসদের স্পষ্ট নিষেধ রয়েছে নোটিস না নেওয়ার। শেষমেশ রবিবার সকালে পুলিশ পুনরায় পৌঁছলে ডেরেকের এক গৃহকর্মী নোটিসটি গ্রহণ করেন। শুধু বেআইনি হোর্ডিং বা মারধরের মামলাই নয়, ক্যামাক স্ট্রিটের ওই কার্যালয় নিয়ে আরও এক বিস্ফোরক তথ্য সামনে এসেছে। বিল্ডিংয়ের মালিকপক্ষের দাবি, প্রভাব খাটিয়ে ও চুক্তি লঙ্ঘন করে ভবনের দুটি ফ্লোর বেআইনিভাবে জবরদখল করে রাখা হয়েছে। ২০২০ সালে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষে জেলবন্দি নেতা দেবরাজ চক্রবর্তী ভবন মালিকের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। মালিকপক্ষের অভিযোগ, চুক্তির একাধিক শর্ত অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের চাপে অবশেষে নতিস্বীকার বোর্ডের, স্বস্তি ইঞ্জিনিয়ারিং আবেদনকারীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের লাগাতার দাবি ও আপত্তির মুখে শেষপর্যন্ত নতিস্বীকার করল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। সেন্ট্রালাইজড কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে যেসব ছাত্রছাত্রী ইতিপূর্বে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হয়ে গিয়েছেন, তাঁদেরও এবার ‘কমন অনলাইন ডিসেন্ট্রালাইজড কাউন্সেলিং’-এ বসার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। রবিবার বোর্ডের জারি করা এক সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

বোর্ড সূত্রে খবর, গত ২৭ অগস্ট প্রকাশিত মূল বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, যে সব পড়ুয়া সেন্ট্রালাইজড অনলাইন কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ইতিমধ্যে সিট পেয়ে ভর্তি হয়ে গিয়েছেন, তাঁরা আর ডিসেন্ট্রালাইজড প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না। সেই সুযোগ সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল শুধুমাত্র যাঁরা আসন পাননি কিংবা ১০ প্লাস ২ নম্বরের ভিত্তিতে নতুন করে আবেদন করছেন তাঁদের মধ্যেই। বোর্ডের এই বৈষম্যমূলক নির্দেশের পরেই ছাত্রমহলে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ভালো কলেজে বা পছন্দসই ট্রেড পাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় বহু পড়ুয়া আপত্তি জানান। এরপরই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে জরুরি বৈঠক ডেকে বোর্ড কর্তারা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। রাজ্য জয়েন্ট বোর্ডের এক আধিকারিক জানান, ‘বিভিন্ন মহল থেকে প্রাপ্ত অনুরোধ ও পড়ুয়াদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই নিয়ম শিথিল করা হয়েছে।’

উল্লেখ্য, রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি, আর্কিটেকচার এবং ফার্মেসি কলেজের ফাঁকা আসনগুলি পূরণ করতেই এবার সেন্ট্রালাইজড অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে এই ডিসেন্ট্রালাইজড কাউন্সেলিং পরিচালনা করা হচ্ছে। স্বজনপোষণ বন্ধ করতে এবং পুরো প্রক্রিয়ায় শতভাগ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কলেজ স্তরে স্থানীয়ভাবে অফলাইন কাউন্সেলিং সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে।

বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, এই ডিসেন্ট্রালাইজড কাউন্সেলিংয়ের চূড়ান্ত ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি এবং নতুন সময়সূচি খুব শীঘ্রই জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। বোর্ডের এই শেষ মুহূর্তের মানবিক সিদ্ধান্তে স্বভাবতই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন হাজার হাজার আশাবাদী জয়েন্ট পরীক্ষার্থী।

বিদ্যাসাগর সেতু থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ, দু’দিন পর বাজে কদমতলা ঘাট থেকে উদ্ধার দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পারিবারিক বিবাদের বিষম পরিণতি। গঙ্গার প্রবল স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হন এক মধ্যবয়সি ব্যক্তি। রবিবার সকালে বাজে কদমতলা ঘাটের কাছে গঙ্গায় এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ ভাসতে দেখে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পুলিশ সূত্রের খবর, মৃত ব্যক্তির নাম মহম্মদ সালাম। বছর পঁয়তাল্লিশের এই মহম্মদ সালাম মানসিক অবসাদের শিকার হয়ে বিদ্যাসাগর সেতু অর্থাৎ দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন বলে প্রাথমিক অনুমান।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার রাত ১০টা নাগাদ বিদ্যাসাগর সেতুর ওপর থেকে এক ব্যক্তিকে আকস্মিকভাবে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে দেখেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। খবর পেয়েই কালবিলম্ব না করে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রিভার ট্রাফিক পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। রাত থেকেই গঙ্গার বুকে শুরু হয় জোর তল্লাশি অভিযান। তবে অন্ধকারের কারণে ও গঙ্গার শক্তিশালী স্রোতের জেরে প্রথম দু’দিন নিখোঁজ ব্যক্তির কোনো খোঁজ মেলেনি। অবশেষে শুক্রবারের ঘটনার প্রায় ৪০ ঘণ্টা পর, রবিবার বেলার দিকে বাজে কদমতলা ঘাটের দায়িত্বে থাকা কর্মীরা নদীতে একটি দেহ ভাসতে দেখেন। খবর পেয়েই রিভার ট্রাফিক পুলিশ ও ওয়েস্ট পোর্ট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে নদী থেকে দেহটি উদ্ধার করে। শুক্রবার রাতের এই ঘটনার পর থেকেই সেতু সংলগ্ন এলাকায় পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নিখোঁজ সালামের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছিল পুলিশ। দেহ উদ্ধারের পর রবিবার দুপুরে পরিবারের সদস্যদের থানায় ডেকে পাঠানো হলে তাঁরা পরনের পোশাক ও শারীরিক গঠন দেখে মহম্মদ সালামের দেহ শনাক্ত করেন। মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ধারণ করতে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ওয়েস্ট পোর্ট থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে।

পারিবারিক বিবাদ, পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি, আশঙ্কাজনক ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর কলকাতার নর্থ পোর্ট থানা এলাকা জুড়ে গভীর রাতে চলে এলোপাথাড়ি গুলি। পারিবারিক চরম বিবাদের জেরে ভায়রাভাইকে পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল এক দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে নর্থ পোর্ট থানা এলাকার পাথুরিয়া ঘাট সংলগ্ন মণ্ডল স্ট্রিটে। পেটে গুলি লেগে গুরুতর আহত হয়েছেন সন্তোষ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার পর থেকেই পলাতক মূল অভিযুক্ত কার্তিক সোনকার ওরফে ‘খরগোশ’। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে নেমে পলাতক দুষ্কৃতীর খোঁজে বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি শুরু করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, অভিযুক্ত কার্তিক সোনকার একাধিক অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহুদিন ধরেই। সম্প্রতি সে জেল থেকে জামিনে ছাড়া পায়। জেল থেকে বেরোনোর পর থেকেই কার্তিকের সঙ্গে তার স্ত্রীর তীব্র পারিবারিক বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, চরম বিবাদের জেরে স্ত্রীর কিছু আপত্তিকর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দেয় অভিযুক্ত কার্তিক। এই বিষয় নিয়ে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও তীব্র প্রতিবাদ জানান। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, সন্তোষ চৌধুরী সম্পর্কে কার্তিকের ভায়রাভাই হন। বোন ও বোনের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে কার্তিকের এই অসামাজিক কাজের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন সন্তোষ। আর তাতেই মারাত্মক ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কার্তিক।

প্রতিবেশীদের দাবি, এর আগেও একাধিকবার সন্তোষকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিল কার্তিক। এমনকী, শনিবার মধ্যরাতে তাণ্ডব চালানোর ঠিক আগে সোশ্যাল মিডিয়াতেও সন্তোষকে উদ্দেশ্যে করে হুমকি পোস্ট করে অভিযুক্ত ‘খরগোশ’। পুলিশে আগে থেকেই বিষয়টি জানানো হয়েছিল তবে কোনো লাভ হয়নি। এরপর শনিবার গভীর রাতে নর্থ পোর্ট থানা এলাকার পাথুরিয়া ঘাটে সন্তোষের সঙ্গে দেখা করতে আসে কার্তিক। সেখানে তাদের মধ্যে বচসা চরমে পৌঁছলে আচমকাই পকেট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে এলোপাথাড়ি কয়েক রাউন্ড গুলি চালাতে শুরু করে কার্তিক। বিকট গুলির শব্দে এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং চারপাশ ফাঁকা হয়ে যায়। সেই সুযোগেই পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে সন্তোষের পেট লক্ষ্য করে গুলি চালায় কার্তিক। এক রাউন্ড গুলি সন্তোষের পেটে বিঁধতেই তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। গুলির শব্দ শুনে আশপাশের বাসিন্দারা ও পরিবারের লোকজন ছুটে এসে সন্তোষকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। আপাতত সেখানেই তিনি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

ঘটনার খবর পেতেই নর্থ পোর্ট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এক পুলিশ কর্মকর্তা জানান, ‘পারিবারিক অশান্তির জেরেই এই হামলা চালানো হয়েছে। অভিযুক্ত কার্তিক সোনকার ওরফে খরগোশ এলাকা ছেড়েছে।

ফের আন্তর্জাতিক কিডনি পাচার চক্রের পর্দাফাঁস, গ্রেপ্তার বাংলাদেশি মূল পাণ্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিলোত্তমার বুকে ফের গেঁড়ে বসেছিল বেআইনি অঙ্গ পাচারের বিষবৃক্ষ। আন্তঃরাজ্য গণ্ডি ছাড়িয়ে যে চক্রের শিকড় পৌঁছে গিয়েছিল একেবারে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে। রাজ্য পুলিশের অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড অর্থাৎ বেঙ্গল এসটিএফ ও বিধাননগর কমিশনারেটের যৌথ তৎপরতায় পুলিশের জালে ধরা পড়ল চক্রের মূলপাণ্ডা রাসেল আহমেদ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাগুইআটির আটঘড়া ফুলতলা এলাকার একটি ভাড়া বাড়ি ঘিরে অভিযান চালিয়ে মঙ্গলবার গভীর রাতে এই বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করেন তদন্তকারীরা। পরবর্তীতে তাকে বিধাননগর দক্ষিণ থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, এই রাসেল আহমেদ অঙ্গ পাচার জগতের এক পুরনো ও দাগি অপরাধী। এর আগে ২০২৪ সালেও একই অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করেছিল দিল্লি পুলিশ। তদন্তে উঠে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। ভারতে অনুপ্রবেশের পর রাসেল বেআইনিভাবে ভুয়ো তথ্য দিয়ে তৈরি করে নিয়েছিল ভারতীয় আধার কার্ড

ও প্যান কার্ড। সেই জাল পরিচয়পত্র ব্যবহার করেই সে বাগুইআটি এলাকায় বহাল তবিয়তে ঘর ভাড়া নিয়েছিল। পুলিশ চোখ এড়িয়ে এই রাজত্ব থেকেই সে ছড়াচ্ছিল অঙ্গ পাচার চক্রের জাল। এই চক্রে সে একাধিক বাংলাদেশি নাগরিককেও যুক্ত করেছিল বলে গোয়েন্দাদের দাবি। ঘটনার সূত্রপাত ঘটে গত ১৮ অগস্ট। এক ভুক্তভোগীর বাবা বিধাননগর দক্ষিণ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথমে গ্রেপ্তার করে চক্রের অন্যতম মিডলম্যান তথা দালাল প্রভাস মণ্ডলকে। প্রভাসকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ ও ম্যারাথন জেরার মুখেই উঠে আসে রাসেলের নাম। জানা যায়, সীমান্ত পেরিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছিল এই পাচার চক্রের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক।

পাশাপাশি তদন্তকারী আধিকারিকেরা এও জানতে পেরেছেন, পাচারকারীদের মূল নিশানা ছিল গ্রাম ও শহরের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ও চরম অনটনে দিন কাটানো পরিবারগুলো। তাদের মোটা টাকার চাকরির মিথ্যা প্রলোভন দেখানো হচ্ত। চাকরি দেওয়ার নাম করে ভুক্তভোগীদের ভিন রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হত এবং সেখানে নিয়ে গিয়ে সুযোগ বুঝে অস্ত্রোপচার করে কেটে নেওয়া হত কিডনি। বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি মতো মিলত না কোনো টাকাও।

সম্পাদকীয়

‘বেয়াড়া’ সংস্থাগুলিকে বাগে আনতে ইপিএফও-র কড়া বার্তায় কাজ কতটা হবে?

সরকারি নিয়ম, নীতি না মেনে চলাটা প্রায় অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে দেশের এক শ্রেণির বেসরকারি সংস্থা। সরকারি তরফে বারবার বলা সত্ত্বেও ‘সোজাক্ষ্ম করা যায়নি তাদের। কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়ে এবার দেশের বেশ কয়েকটি এই রকম বেসরকারি সংস্থাকে কড়া বার্তা দিল ইপিএফও বা এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন। এই সমস্ত বেরকারি সংস্থাগুলোকে আইনি পথে আনতে এবার কড়া হুঁশিয়ারি দিল ইপিএফও। দেশের প্রায় ৮০০টি কোম্পানিকে আল্টিমেটাম দিল তারা। পিএফ সংক্রান্ত নিয়ম, কানুন মানছে না, এইরকম প্রায় ৮০০টি সংস্থাকে চিহ্নিত করেছে তারা। যারা এখনও তাদের কর্মীদের পিএফ-এ তালিকাভুক্ত করেনি। এই সংস্থাগুলিকে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে কর্মীদের তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া শেষ করার জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ করতে না পারলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছে ইপিএফও। অভিযোগ, এই কোম্পানিগুলি তাদের কর্মীদের পিএফ-এ তালিকাভুক্ত করেনি বলে তদন্তে জানতে পেরেছে ইপিএফও। এখন ইপিএফও কোম্পানিগুলোকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সময় দিয়েছে। এই সময়ের পরেও নিয়ম না মানলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইপিএফও-এর মতে, কর্মচারিদের পিএফ অ্যাকাউন্টে নথিভুক্ত করা কোম্পানির দায়িত্ব। পিএফ শুধু কর্মচারিদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের সুবিধাই দেয় না, বরং কঠিন সময়ে আর্থিক নিরাপত্তারও বড় হাতিয়ার। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অনেক কোম্পানি এখনও তাদের কর্মচারিদের পিএফ অ্যাকাউন্টে নথিভুক্ত করছে না। রেস্তোরাঁ, কর্মী সরবরাহকারী, নির্মাণ কাজের ঠিকাদার, পরিবহন সংস্থা এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-সহ প্রায় ৮০০টি প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করেছে তারা। সম্প্রতি ইপিএফও সংস্থা এবং কর্মচারিদের পিএফ-এর নিয়মকানুন ও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার জন্য একটি প্রচার অভিযানও শুরু করেছে। এখন দেখার এই কড়া দাওয়াইয়ে কাজ কতটা হয়।

শব্দছক ২৫৫

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. বন্যা ৩. যন্ত্রযান ৬. দুয়ারের পাল্লা ৮. অন্য ভাষায় প্যারাফিন ৯. সাঁড়াশির কাজ-করা স্যাকরার এক যন্ত্র ১০. মেঘ ১২. সপ্তাহের দ্বিতীয় বার ১৩. তরোয়ালের আঘাত থেকে শরীর রক্থা করে ১৪. একটুতেই যে রেগে যায় ১৬. তরল ধাতু ১৮. চোখের অসুখ যা দৃষ্টিশক্তি কমায় ১৯. জিওল মাছের একটি ২১. বিষ ২২. নতুন

ওপর-নিচ: ১. বৃষ্টি ২. নারীর বিপরীত ৪. পাকিস্তানের এক শহর ৫. দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র ৭. বিশাল এক অরণ্য-বৃক্ষ ৮. বেশ ভালোরকম ভারী চেহারা ১৪. ইংরাজীতে স্কলারশিপ ১১. দামাদামি ১৫. দৃষ্টিশক্তির জন্য চোখের অলঙ্কার ১৭. সোচ্চার ১৮. জন্তু-জানোয়ারের শাবক ২০. ঢেউ

সমাধান ২৫৪ — পাশাপাশি: ১. হলাহল ৪. সফর ৬. রস ৭. গগন ৮. টান ৯. খাদ ১০. জমাট ১২. খসরা ১৪. নাকাল ১৫. কপট ১৭. অলি ১৮. মল ১৯. নালিশ ২০. ভাব ২১. ধমক ২২. কতিপয়

ওপর-নিচ: ১. হররোজ ২. লাসা ৩. লগন ৪. সন ৫. রসদ ৮. টাটকা ৯. খারাপ ১১. মানালি ১৩. সকল ১৬. টমবয় ১৭. অবাধ ১৮. মশক ১৯. নাক ২০. ভাগ

আজকের দিন

- **১৯৮০** — গদানস্ক চুক্তির পর পোল্যান্ডে সলিডারিটি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **১৯৯৭** — ফ্রান্সের প্যারিসে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রিন্সেস অফ ওয়েলস, ডায়ানা, তার সঙ্গী দোদি ফায়েদ এবং চালকের সাথে মৃত্যুবরণ করেন।

জন্মদিন

১৯১৯ *বিশিষ্ট লেখিকা অমৃতা প্রীতমের জন্মদিন।*

১৯৬৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের জন্মদিন।*

১৯৬৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জাভাগল শ্রীনাথের জন্মদিন।*

ঋতুপর্ণ ঘোষ

দেশে নেতা অনেক, নেতাজি একজনই

স্বপনকুমার মণ্ডল

নেতা'ই হিন্দিভাষীদের মুখে নেতাজি হয়ে ওঠে। অথচ নেতাজি বললেই ভারতের আসমুদ্রহিমাচল সুভাষচন্দ্র বসুর ছবি মনের আয়নায় উঠে আসে। শুধু তাই নয়, নেতাজিই তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের রাজমুকুট। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের যে দু-একজন দেশনেতা রাজনীতির ঊর্ধ্বে সব ধর্মীয় স্তরের মানুষের হৃদয়ে পরম শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন,নেতাজিই তাঁদের সর্বাগ্রে । অথচ

সম্প্রতি নেতাজিকে আঘাত করে কুৎসা রটিয়ে তাঁকে অপমানিত বা কলঙ্কিত করে তাঁর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিহিত ‘দেশনায়ক’-এর পরম শ্রদ্ধেয় অবদানকে অস্বীকার করার ঘৃণ্য বিতর্ক বা বিরূপ সমালোচনাকে ঘিরে বীভৎস ঝড় উঠেছে, তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর নীতি, আদর্শ ও আত্মত্যাগই আজও এ দেশের নেতাদের রোল মডেল। অথচ নেতা থেকে নেতাজির বিস্তার সুগম ছিল না । তার সঙ্গে সর্বভারতীয় পরিচিতি থেকে সর্বজনীন শ্রদ্ধা লাভ করা আরও দুরূহ,আরও দুর্গম। সেই কণ্টকিত দুর্গম পথ বেয়েই সুভাষচন্দ্র বসুর উৎকর্ষমুখর উত্তরণ আমাদের বিস্মিত করে, আমাদের আলো দেখায় । সেবা ও সাধনার পথে তাঁর ঋষিসুলভ আত্মত্যাগ ও প্রজ্ঞাদীপ্ত বলিষ্ঠ নেতৃত্বই তাঁকে জননন্দিত নেতাজিতে পরম শ্রদ্ধেয় করে তুলেছে । সেখানে তাঁর চরিত্রের আলোই সময়ান্তরে মশাল হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র বসুর অতুলনীয় আত্মসংযমের সাধনার আলোতে দেশবাসী আজও আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজিকে আজও শয়নে স্বপনে খুঁজে চলে নিরন্তর। তাঁর অদম্য লড়াকু প্রকৃতির মধ্যেই বাঙালি তার প্রত্যাশিত বীরকে খুঁজে পেয়েছে, দেশ দেখেছে তার দেশনায়ককে। আসলে বাঙালির মনীষার অভাব নেই, বরং তার বৈচিত্রমুখর প্রকৃতি পৃথিবীর যেকোনো জাতির সমীহ আদায় করতে পারে। উনিশ শতকেই বাঙালি মনীষার প্রাচুর্যই তার নবজাগরণের আলো হয়ে ওঠে । নীরবে কর্মসাধকের ভূমিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় যেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনই সরবে বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবও ছড়িয়ে পড়ে । ত্যাগ ও সেবার ব্রতে দুজনেই সামিল হলেও দুজনের প্রকৃতি ভিন্ন । দুজনেই আবার বীরত্বের মহিমায় বাঙালি বন্দিত । বীরসিংহের সিংহশিশুটি অপরাজেয় শক্তিতে আজীবন মানুষের সেবায় আত্মনিবেদিত মহাপ্রাণ । অন্যদিকে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ শুদু বিশ্বকে জয় করেননি, বাঙালির মননবিশ্বে অকুতোভয়ের জাগরণ সৃষ্টি করে গিয়েছেন । তাঁর ‘মাভৈঃ, চরৈবেতি’মন্ত্রে অর্থাৎ ‘ভয় নেই, এগিয়ে চলো’র বার্তা দেশোদ্ধারে মুক্তির সোপান হয়ে ওঠে । সেদিক থেকে দুজনেই বাঙালি বীরের প্রতীকে সমীহ আদায় করে নিয়েছেন । অথচ তখনও সশরীরে বাঙালির বীরের পরিচয় ছিল না । বাঙালির জাতীয়তাবোধের জাগরণে মারাঠা-রাজপুতদের মতো বাংলার ইতিহাসের আশ্রয়ে বীরদের তুলেধরার আয়োজন চলেছিল, তার মধ্যে সেই বীরের চেয়ে বীরত্বের কিছু নির্দশন উঠে এসেছে । এজন্য আধুনিকমনস্ক বাঙালির কাছে প্রকৃত বীরের প্রত্যাশা থাকলেও প্রতীক্ষা ছিল না । আসলে মননবিলাসী বাঙালির কাছে মনোবল যেভাবে প্রাধান্য পেয়েছে, বাহুবল সেভাবেই উপেক্ষিত হয়েছে । সেই মনোবল ও বাহুবলে বলীয়ান বীরের পরিচয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অপূর্ব মূর্তিই স্বাভাবিক ভাবে সময়ান্তরে বাঙালিমানসে প্রতিমায় পরিণত হয়েছে । সেই বীরের আগমন অচিরেই স্বাধীনতা আন্দোলনে আবির্ভাব হয়ে ওঠে । অথচ বিষয়টি তত সহজসাধ্য ছিল না । সেই কঠিনের সাধনায় সুভাষের পথের দিশারি ছিলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ । সেক্ষেত্রে স্বামীজির আদর্শকে পাথেয় করে সুভাষের অভিযান যে সফল হয়েছিল, তা সারাদেশে তাঁর নেতাজির পরিচয় বিস্তারেই প্রতীয়মান । অন্যদিকে বীর সুভাষের রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘দেশনায়ক’(‘তাসের দেশ’ নাটকের উৎসর্গপত্রে) হয়ে ওঠার জন্যে আদর্শ বা মত স্বামীজির হলেও পথটি ছিল একান্ত নিজস্ব । শুধু তাই নয়, প্রথম থেকেই পরিকল্পনা করে তিনি যেভাবে জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন, তা শুধু সাধনাসাপেক্ষই নয়, বিস্ময়কর । অধিক সময় ব্যয় না করে সময়ের সদ্ ব্যবহারের প্রতি প্রথমাবধি প্রখর আত্মসচেতন ছিলেন তিনি ।

আহার, নিদ্রা ও মৈথুনের জীবন থেকে উত্তরণের প্রয়াসে তাঁর কঠোর সংযমী জীবনযাপন পালনের কথা সুভাষচন্দ্র নিজেই অকপটে ব্যক্ত করেছেন তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ‘An Indian Pilgrim’(১৯৩৭)-এ । লক্ষণীয়, পুণ্যকামী একজন ভারতীয় তীর্থযাত্রীর মাধ্যমে সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনকে তুলে ধরতে চেয়েছেন । তাঁর মাত্রাতিরিক্ত আত্মসচেতনতাই তাঁকে যে ‘বালবৃদ্ধ’ ও ‘অকালপক্ক’ করে তুলেছিল, তা নিয়েও রসিকতা করেছেন সেখানে । প্রথমটির ক্ষেত্রে তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাসের ‘একটা অস্পষ্ট নৈতিক মূল্যবোধ’ সক্রিয় ছিল । প্রধান শিক্ষকের কাছেই তিনি সৌন্দর্যবোধ ও প্রকৃতিপ্রেমের দীক্ষা পেয়েছিলেন । কিন্তু পার্থিব ব্যবহারিক জীবনের প্রতি আকর্ষণই তাঁকে উন্নততর জীবনের পরিপন্থী মনে হয়েছিল । দ্বিতীয়ত, বয়ঃসন্ধিকালের স্বাভাবিক যৌনচেতনাও তাঁর কাছে অস্বাভাবিক মনে হয় । শুধু তাই নয়, তাতে চারিত্রিক দুর্বলতা খুঁজে পেয়ে তার দমনে সক্রিয় হয়েছিলেন সুভাষ । এজন্য অবশ্য তিনি পরবর্তীতে আফশোস করেও বিরূপতা প্রকাশ করেননি, বরং নদীর সাগরে মেলার আনন্দ প্রকাশ করেছেন । ততদিনে অস্থির মন নিয়ে পার্থিব কামনাবাসনাময় জীবন থেকে উত্তরণের দিশায় অজ্ঞাতে খুঁজে চলা থেকে পাশের আত্মীয়ের বাড়িতে বই দেখতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলির মধ্যে তার হদিশ মেলা সবই ঘটে গেছে সুভাষচন্দ্রের । তিনি সেই প্রাণসঞ্জীবনী বিশল্যকরণী প্রাপ্তির কথা দ্বিধাহীন চিত্তে জানিয়েছেন ‘প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমার মধ্যে সৌন্দর্য ও নীতিবোধ জাগ্রত করেছিলেন, আমার জীবনে নতুন এক শক্তি এনে দিয়েছিলেন, কিন্তু এমন কোনও আদর্শ তাঁর কাছ থেকে লাভ করিনি, যার জন্য সমগ্র সত্তাকে আমি উৎসর্গ করতে পারি । বিবেকানন্দ আমাকে তাই এনে দিলেন ।’ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বামীজির দেহত্যাগের সময় সুভাষচন্দ্রের বয়স সাড়ে পাঁচ বছর । সদ্য পনেরোতে এসে কৈশোরোত্তীর্ণ সুভাষচন্দ্র স্বামীজির রচনাবলির মধ্যে তাঁকে খুঁজে পেয়েছেন । সেই স্বামীজিই হয়ে ওঠে তাঁর ধ্যানজ্ঞান । অচিরেই তিনি বিবেকানন্দ থেকে রামকৃষ্ণে পৌঁছে যান । তাতে তাঁর সংযমী জীবনের লড়াই আরও তীব্র হয় । তাঁর কথায় ‘রামকৃষ্ণের ত্যাগ ও শুদ্ধতার দৃষ্টান্তের ফল হয়েছিল এই যে, আমার সমস্ত কুপ্রবৃত্তির (যৌনপ্রবৃত্তি) সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই অনিবার্য হয়ে উঠেছিল ।আর বিবেকানন্দের আদর্শ প্রচলিত পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে আমার সংঘর্ষ ডেকে এনেছিল ।’ যৌনচেতনা দমনে তাঁর অতিসক্রিয়তা নিয়ে সুভাষচন্দ্র স্বাভাবিক ভাবেই আত্মসচেতনতা ফিরে পেয়েছিলেন । এজন্য তা নিয়ে বাড়াবাড়ি মনে হলে তার প্রয়োজনকেও অস্বীকার করেননি । তাঁর কথায় ‘নতুন করে আবার যদি আমার জীবন শুরু করতে পারতাম তা হলে খুব সম্ভবতঃ আমি যৌন বিষয়ে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতাম না, বাল্যে ও যৌবনে যা করেছি । এর অর্থ এই নয় যে যা করেছি তার জন্য অনুতাপ করেছি । যৌন-সংযমকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে যদি কোনও ভুল করে থাকি, সে ভুলে সম্ভবতঃ আমার ভালই হয়েছে, কেননা এর ফলে ঘটনাচক্রে হলেও আমি উপকৃত হয়েছিলাম । দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, এর ফলে নিজেকে এমন একটা জীবনের জন্য তৈরি করে তুলেছিলাম যা চিরাচরিত পথ ধরে চলবে না এবং যাতে স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ ও নিজের বৈষয়িক উন্নতির কোনও স্থান নেই ।’ সুভাষচন্দ্রের এরূপ ধারণার মধ্যেই তাঁর পরিকল্পিত জীবনের ছায়া কায়া বিস্তার করে ।

স্কুলে পড়ার কালেই সুভাষচন্দ্রের সংযমী জীবন প্রেসিডেন্সি কলেজে আসার পর আরও তীব্রতা লাভ করে । ১৯১৩-এ ম্যাট্রিক পরীক্ষা কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন । তাঁর বাবা জানকীনাথ বসুর সুযোগ্য হয়ে দেশসেবার কথা তাঁর মনে ধরেছিল । এজন্য পড়াশোনাতেও তাঁর ফাঁকি ছিল না । শুধু তাই নয়, উচ্চশিক্ষা যাতে তাঁর জীবনের উত্তরণকে সহজ করে তোলে, সেদিকেও সুভাষের পরিকল্পনামাফিক চিন্তাভাবনা সক্রিয় ছিল । তাঁর সেই লক্ষ্যভেদী জীবনকে তিনি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, যা তাঁর গভীর অধ্যাবসায় ও নিবিড় সাধনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় । তাঁর কথায় ‘যখন স্কুল ছাড়লাম তখন যদিও দারুণ এক পরিবর্তনের ঝড় আমার মধ্যে বইছিল, তবুও ইতিমধ্যেই নিজের সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলাম । যাই হোক না কেন, গতানুগতিক পথে আমি চলব না, আমার জীবনের ধারা হবে এরকম যা আমার আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও মানব সমাজের উন্নতির সহায়ক হবে । আমি দর্শন নিয়ে গভীরতর পড়াশোনা করব যাতে জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারি ; বাস্তব জীবনে যতটা সম্ভব অনুসরণ করব রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে এবং কোনও মতেই ব্যবহারিক জীবনের দিকে আমি যাব না।’ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বামীজিও দর্শন নিয়ে কলেজে পড়েছেন । অন্যদিকে এভাবে সুভাষচন্দ্র ‘ব্যবহারিক জীবন’বিমুখ হয়ে যেভাবে দৃঢ় সঙ্কল্পের মাধ্যমে স্বীয় লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, তার মধ্যে তাঁর মানসিক প্রস্তুতিই শুধু নয়, স্বামীজির আদর্শের পূর্ণ রূপায়ণও নিজের জীবনেই প্রতিফলিত করায় মনস্থির করেছিলেন । আসলে তিনি স্বামীজির মধ্যেই তাঁর আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিবেকানন্দের রচনাবলিতে অন্য জীবনের দিশা পেলেও সুভাষচন্দ্র কলেজে পড়ার সময়েও যথারীতি গুরু খুঁজে ফিরেছেন । শুধু তাই নয়, ১৯১৪-তে গরমের ছুটিতে বাড়ির কাউকে না জানিয়েই বন্ধুর সঙ্গে তিনি তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন এবং সাধুসন্ন্যাসীদের শুচিবায়ুগ্রস্ত মনের পরিচয়ে ও ভণ্ডামির মুখোশ দেখে মোহভঙ্গ হলে ঘরে ফিরে আসেন । সেক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিয়েছিল । তাঁর কথায় ‘অধিকতর জ্ঞান লাভ করে আমি বাড়ি ফিরেছিলাম এবং সন্ন্যাসী ও সংসারত্যাগীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেকখানিই হ্রাস পেয়েছিল । ভালই হয়েছিল যে নিজের কর্মের দ্বারাই আমি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম, কেননা এমন অনেক কিছুই আছে যা আমাদের শিখতে হয় ।’ এই শেখার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও সুভাষের সুযোগ্য হয়ে ওঠার মধ্যে তাঁর বিস্ময়কর নিষ্ঠা ও অমানুষিক আত্মত্যাগের পরিচয়ই তাঁকে অতুলনীয় মাহাত্ম্য দান করেছে । সুভাষচন্দ্রের কঠোর সাধনাই তাঁকে নেতাজি করে তুলেছে ! নিজেকে গড়ে তোলার জন্য তাঁর ঋষিসুলভ বিরলপ্রায় মহাজীবনও আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়, আদর্শ নেতার রোল মডেল। দেশে নেতা অনেক, নেতাজি একজনই।

লেখক: প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

কোট-আনকোট

বাঙালির খাদ্যাভ্যাসে কোনও বাধানিষেধ নেই। কিন্তু মণ্ডপের ভিতরে যেন আমিষ খাবার নিয়ে প্রবেশ করা না হয়। সেখানকার পবিত্রতা যেন বজায় থাকে। মণ্ডপের বাইরে আমিষ খাবারে কোনও সমস্যা নেই। থিমের নামে জুতো-চটি ব্যবহার করাও উচিত নয়।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

চালকের বুদ্ধির জোরে বেঁচেছে প্রাণ

নেপাল থেকে ঘরে ফিরলেন বসিরহাটের পোদ্দার দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: 'ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য' এই প্রবাদ সফল হল। ভিসা পেতে একদিন দেরি হওয়াতে এবারের মত প্রাণে বাঁচলেন বসিরহাটের দম্পতি অনুকূল পোদ্দার ও রেবা রায় পোদ্দার-সহ ২২ জন। নেপালে ঘুরতে গিয়েছিলেন। অন্যদলের পর্যটকেরা ভিসা পেয়ে গেলেও বসিরহাটের দম্পতি-সহ ২২ জনের ভিসা না হওয়ায় ঘটনার আগের দিন তাঁরা মানস সরোবরের উদ্দেশ্যে বের হতে পারেন নি। পরের দিন যখন বের হন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চলতে থাকে গাড়ি চালক দেখতে পান পাহাড়ের উপর থেকে ধোঁয়ার মতো কিছু একটা নিচে নামছে। তাই দেখেই চালকের সন্দেহ হওয়ায় চালক গাড়ি পাহাড়ে উপরে সেভ জায়গায় তুলে নেন। গাড়ি আর সামনের দিকে এগোয়নি। আর তাতেই রক্ষা পেয়ে যান অনুকূল পোদ্দারের ফ্যামিলি-সহ ২২ জন। তাঁরা জানান, গত ২১ আগস্ট একটি ট্রাভেল এজেন্সির সাথে মানস সরোবরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তারা। বিপর্যয়ের সকালে কাঠমান্ডু থেকে যাত্রা শুরু করলেও, গাড়ি চালকের তৎপরতা এগোনোর পরিকল্পনা বাতিল করেন। বিপর্যস্ত এলাকা থেকে মাত্র দেড় ঘণ্টার দূরত্ব থেকে ফিরে আসেন তারা। বিপর্যয় পরবর্তী নেপাল থেকে তাদের ফেরানোর উদ্যোগ নেয় সরকার। যদিও ফ্লাইটে ফেরানোর কথা বললেও তারা ট্যুর অপারেটরের ব্যবস্থাপনায় ট্রেনে আসতেই ইচ্ছে প্রকাশ করেন। হাওড়ায় পৌঁছাতেই তাদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট থানার পুলিশের একটি টিম। তারাই সরকারি উদ্যোগে তাদের বাড়ি পৌঁছে দেন। রবিবার তারা সকালে পুলিশি নিরাপত্তায় বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ফিরতেই এলাকার এলাকার মানুষের অধীর আগ্রহের অবসান হলো। এলাকার মানুষও কিছুটা দুঃশ্চিন্তা মুক্ত হল।

জনতার দরবারে পুরশুড়ার

বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: জনতার সেবায় ফের সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা গেল পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষকে। এলাকার সাধারণ মানুষের সমস্যা, অভাব-অভিযোগ এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয় সরাসরি শোনার উদ্দেশ্যে সোদপুর বিধায়ক সেবা কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন তিনি। এদিন বিধায়ককে কাছে পেয়ে এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সাধারণ মানুষ নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন কেউ এলাকার রাস্তা সংস্কারের দাবি জানান, কেউ পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের আবেদন নিয়েও বিধায়কের কাছে হাজির হন সাধারণ মানুষ। প্রত্যেকের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন বিমান ঘোষ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন। বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'সোদপুর বিধায়ক সেবা কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বললাম এবং তাঁদের অভাব-অভিযোগ ও বিভিন্ন সমস্যার কথা মনোযোগ সহকারে শুনলাম। মানুষের পাশে থেকে তাঁদের সমস্যার সমাধানে নিরন্তর কাজ করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য ও অঙ্গীকার।' স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, জন প্রতিনিধির কাছে সরাসরি নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরার সুযোগ পাওয়ায় তাঁরা খুশি। এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'অনেক সময় সাধারণ মানুষের ছোট-বড় নানা সমস্যা থাকে, যা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে। বিধায়ক সেবা কেন্দ্রে এসে সরাসরি বিধায়কের সঙ্গে কথা বলতে পেরে ভালো লাগছে। আশা করছি আমাদের সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।' অপর এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'মানুষের কথা শোনার জন্য জনপ্রতিনিধি নিজে সময় দিচ্ছেন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আমাদের এলাকার কয়েকটি সমস্যার কথা বিধায়ককে জানিয়েছি। তিনি বিষয়গুলি গুরুত্ব দিয়ে শুনেছেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।' সব মিলিয়ে, সোদপুর বিধায়ক সেবা কেন্দ্রে বিমান ঘোষের উপস্থিতিকে ঘিরে এদিন সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া দেখা যায়। এলাকার মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনে তাঁদের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়ার বার্তা দেন পুড়শুড়ার বিজেপি বিধায়ক। জনতার পাশে থেকে উন্নয়ন ও পরিষেবার কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁর প্রধান লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি।

এবিটিএ'র উদ্যোগে বালুরঘাটে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বালুরঘাট: অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (এবিটিএ)-র উদ্যোগে রবিবার ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত হল ৩৪তম বালুরঘাট মহকুমা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। বালুরঘাট জেলা গার্লস হাইস্কুলে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা ও উৎসাহ লক্ষ করা যায়। এদিন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে একাধিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল অঙ্কন, বাংলা, হিন্দি, সাঁওতালি ও উর্দু ভাষায় আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য, প্রবন্ধ লিখন, নির্বাচিত গদ্যাংশ পাঠ এবং কুইজ প্রতিযোগিতা। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হওয়া আঞ্চলিক শাখা স্তরের বিজয়ী প্রতিযোগীরা এ দিন মহকুমা স্তরের প্রতিযোগিতায় নিজ নিজ স্থান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁদের পারদর্শিতা ও সুপ্ত প্রতিভার প্রদর্শনে দিনভর মুখরিত হয়ে ওঠে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মহকুমা স্তরের প্রতিটি বিভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী প্রতিযোগীরা আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর বালুরঘাট হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। উক্ত সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এবিটিএ-র জেলা সম্পাদক ভজন কুমার সাহা, জেলা সভাপতি বাসরি রায়, মহকুমা সম্পাদক অসিত বরণ লাহিড়ি, মহকুমা সভাপতি সুদীপ কুণ্ডু, পুলকেশ চৌধুরি, রুমা ঘোষ, লক্ষণ ঘোষ, বিপ্লব বর্মণ-সহ সংগঠনের অন্যান্য বিশিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। উপস্থিত অতিথিরা তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরে জানান, বর্তমান সময়ে শিক্ষার্থীদের সার্বিক মেধা ও সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসারে এই ধরনের প্রতিযোগিতার ভূমিকা অত্যন্ত অপরিসীম।

সার্ভে করার নামে তোলা, কাঠগড়ায় বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আবাস যোজনার ঘরের সার্ভের নামে তেল খরচের টাকা চাওয়া এবং টাকা দিতে অস্বীকার করায় ফোন করে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির এক বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের ভাল্যগ্রাম অঞ্চলের খেঁড়ুয়াগ্রামে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। অভিযোগ সংক্রান্ত একটি অডিও সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে (অডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি একদিন)। অভিযোগ, আবাস যোজনা ঘরের সার্ভে করতে গিয়ে উপভোক্তাদের কাছ থেকে তেল খরচের নামে টাকা চাওয়া হয়েছে। গ্রামের বেশ কয়েকজন উপভোক্তার কাছ থেকেও এই ধরনের টাকা নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগকে ঘিরেই সরগরম হয়ে উঠেছে খেঁড়ুয়াগ্রাম। গ্রামের বাসিন্দা সুকান্ত কর্মকারের অভিযোগ, তাঁর বাড়িতে আবাস যোজনা ঘরের সার্ভে করতে এসে তেল খরচের টাকা চাওয়া হয়। তিনি টাকা দিতে অস্বীকার করে প্রতিবাদ করেন। এরপরই তাঁকে বিজেপির বুথ সভাপতি কানাই মাঝি ফোন করেন বলে অভিযোগ সুকান্তবাবুর। তাঁর দাবি, আবাস যোজনা ঘরের সার্ভের নামে তেল খরচের টাকা না দেওয়ায় তাঁকে ফোন করে হুমকি দেওয়া হয়।

সুকান্ত কর্মকার বলেন, 'আমার বাড়িতে আবাস যোজনা ঘরের সার্ভে করতে এসেছিল। তেল খরচের টাকা চাওয়া হয়। আমি টাকা দেব না বলে প্রতিবাদ করি। এরপর বিজেপির বুথ সভাপতি আমাকে ফোন করেন। সার্ভের নামে তেল খরচের টাকা না দেওয়ায় আমাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে।' এই ঘটনার পর বিজেপির বুথ সভাপতি-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে মঙ্গলকোটের বিধায়কের দ্বারস্থ হন সুকান্ত কর্মকার বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন বিজেপির বুথ সভাপতি কানাই মাঝি। তাঁর বক্তব্য, সুকান্ত কর্মকার যে অভিযোগ করছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আবাস যোজনা ঘরের সার্ভের নাম করে ফোন করে টাকা চাওয়া বা হুমকি দেওয়ার কোনও ঘটনা ঘটেনি বলেই দাবি তাঁর।

দামোদরে সদ্যোজাতের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মেজিয়া থানা এলাকার দামোদর নদ থেকে এক সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। শনিবার দামোদর নদের তীর সংলগ্ন এলাকায় স্রোতহীন জলে সদ্যজাত শিশুটির দেহ ভাসতে দেখা যায়। স্থানীয় থানায় খবর গেলে পুলিশ এসে মৃত দেহটি উদ্ধার করে এবং বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয় ময়না তদন্তের জন্য। শিশুটির পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যে শিশুটির পরিচয় ও কিভাবে সেখানে এল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, শ্যামপুরা ঘাটের কাছে শিশুটির দেহ তারা ভাসতে দেখেন। শিশুটির পরনে ছিল একটি লাল জামা। তারাই পুলিশকে খবর দেন। এই ঘটনা রটতেই কৌতুহলী গ্রামবাসীর ভিড় জমে যায়।

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ-কলকাতা
২, এন এস রোড, ইস্টার্ন রেলওয়ে হেড কোয়ার্টারের বিপরীতে, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১, যোগাযোগ নং ৬৩৮২৩৭৩৬৮২
ই-মেইল : head.arbkolkata@kvb.bank.in

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to bank

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
১৮.০৯.২০২৬ তারিখে ই-নিলাম

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর অনুবিধির সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদার, দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ শাখার কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার গঠনমূলক দখল দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড, সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া পাওনা **১). মেসার্স রাজ এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)**, স্বত্বাধিকারী : **শ্রী শ্যামল ভৌমিক**, ৫/এস/৬ প্রসন্ন চ্যাটার্জী রোড, পোঃ- ঘোলা বাজার, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১১ **এবং আর ঠিকানা -** ১৩৬, পূর্বাচল, পানিহাটি, পোঃ- ঘোলা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১১ **২) শ্রীমতী দেবযানী ভৌমিক (জামিনদাতা)**, ১৩৬, পূর্বাচল, পানিহাটি, পোঃ- ঘোলা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১১-এর কাছ থেকে **৯৫,৬১,৬৬৬.১১ টাকা** (পঁচানব্বই লক্ষ একষট্টি হাজার ছশো ছেষট্টি টাকা এবং এগারো পয়সা) যা ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং তার সাথে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে আইন অনুযায়ী প্রদেয় অতিরিক্ত সুদ আদায়ের জন্য ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেমন আছে যা আছে'' এবং ''যাই থাক না কেন'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

শ্রী শ্যামল ভৌমিক-এর নামে থাকা মৌজা- নৈনান, জেএল নং-৮, আর.এস নং ৫, আর.এস দাগ নং-২০১৬, আর.এস খতিয়ান নং-৭০৭, প্রেমিসেস নং ১/২, শশী ভূষণ বসাক লেন, ওয়ার্ড নং ২২, বরাহনগর পৌরসভা, হোল্ডিং নং ৬৪৩, থানা- বরাহনগর, কলকাতা-৩৬, উত্তর ২৪ পরগনা-এ অবস্থিত ১৩৭ বর্গফুট (প্রায়) সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া পরিমাপের ১ম তলে ২ নং বাণিজ্যিক দোকান ঘরের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল
এনএ৭৬৪১৪(প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)

সংরক্ষিত মূল্য : ৭,১০,০০০/-	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) : ৭১,০০০/-**	**বিড বৃদ্ধির পরিমাণ : ১০,০০০/-**

সম্পদ পরিদর্শন	০১.০৯.২০২৬ থেকে ১৭.০৯.২০২৬ তারিখের মধ্যে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
অনলাইনে টেন্ডার এবং আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়	তারিখ : ১৭.০৯.২০২৬ সময় : বিকাল ৫০০ টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়	**১৮.০৯.২০২৬** তারিখে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত https://bankauctions.in পোর্টালে ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে বিক্রয় সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিবার ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে।
নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নাম	অ্যাকাউন্ট নং : ১১০১৩৫১০০০০০০৯৭৩ আইএফএসসি কোড KVBL0001101 অ্যাকাউন্টের নাম : BID COLLECTION A/c of SARFAESI E-auction Proceed : Name of the Account.
যোগাযোগকারী ব্যক্তি এবং ফোন নং	এআরবি কলকাতার জন্য - শ্রী সমীর ঘোষ (৬৩৮২৩৭৩৬৮২) বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ শাখার জন্য - শ্রী অমরেন্দ্র কুমার (৮৩৩৬৯৭২৮৫৪)

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাঙ্কের/সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://www.kvb.bank.in/property-under-auction/ এবং পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ৪ক্লোজার-এর ওয়েব পোর্টাল https://bankauctions.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

সারফায়েশি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৯(১) অনুযায়ী বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে ই-অকশনের তারিখের আগে হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করার জন্য অবহিত করা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে তফসিলভুক্ত সম্পত্তিটি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং বকেয়া পাওনা (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে।

তারিখ : ২৯.০৮.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কন্টিনেন্টাল ভালভস লিমিটেড
CIN : L29221WB1982PLC057718
রেজি. অফিস : সাকেত, ২০, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ, ইমেল আইডি : info@cvl.co.in
CONTINENTAL

৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানির ওয়েবসাইটে (**www.continentalvalvesltd.com**) উপলব্ধ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য কোম্পানির **৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সকাল ১১ টায় সাকেত, ২০, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গে** অনুষ্ঠিত হবে।

বোর্ড-এর আদেশে
কন্টিনেন্টাল ভালভস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
ধরমবীর কুমার
ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩১.০৮.২০২৬

খণ্ডঘোষে ভেঙে পড়ল বসতবাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শনিবার সন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ বিধানসভার অন্তর্গত ৪ নম্বর মণ্ডলের খাটিকা গ্রামের ২০৪ নম্বর বুথে একটি বসতবাড়ি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।জানা গিয়েছে, আয়েশা বিবি হাজারীর বাড়িটি আচমকাই ভেঙে পড়ে। পরিবারের দাবি, দুর্ঘটনার সময় বাড়ির ভিতরে পরিবারের মোট আটজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বাড়ি ভেঙে পড়ার বিকট শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও সকলেই দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হওয়ায় বড় ধরনের প্রাণহানির ঘটনা এড়ানো যায়।ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিজেপি নেত্রী রাখি রায়। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং বিষয়টি দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে ফোনে জানান। রাখি রায় জানান, বিপদের এই সময়ে বিজেপি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে রয়েছে। পাশাপাশি পরিবারটির অস্থায়ী থাকার ব্যবস্থা এবং সরকারি আবাস যোজনার মাধ্যমে দ্রুত একটি পাকা বাড়ির ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের দ্রুত পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন।

অভিষেক-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: চাকরি দেওয়ার নাম করে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে ধৃত তৃণমূল নেতা রাজীব ঘোষালকে রবিবার বাঁকুড়া জেলা আদালতে তোলা হয়। বেলিয়াতোড় থানা থেকে এদিন বাঁকুড়া আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় রাজীব ঘোষালকে ঘিরে চোর চোর স্লোগান ওঠে। তাকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয় ডিমও। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, চাকরি দেওয়ার নাম করে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে শনিবার গ্রেপ্তার হন তৃণমূল নেতা রাজীব ঘোষাল। তিনি তৃণমূলের যুবরাজ সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। কলকাতার দমদম এলাকা থেকেগত শনিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ। সেখান থেকে তাকে আনা হয় বেলিয়াতোড় থানায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে যে গত ২০২৫ সালে বেশ কয়েকজনের থেকে চাকরি দেওয়ার নাম করে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছেন রাজীব ঘোষাল বলে অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু টাকা নেওয়ার পরেও চাকরি তাদের হয়নি। এমনকি টাকাও ফেরত দেওয়া হয়নি। টাকা ফেরৎ চাইলে মিলত হুমকি বলে অভিযোগ। এতে প্রতিবাদ করতে পারেনি টাকা দেওয়া চাকরি প্রার্থীরা। রাজ্যে সরকার বদলের পর রাজীবের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন প্রতারিতরা। এই অভিযোগ জমা পড়তেই এলাকা থেকে পালিয়ে যান রাজীব ঘোষাল। এই বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার কলকাতার দমদম এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ। রবিবার সকালে তাকে বাঁকুড়া আদালতে পেশ করা হয়। এই প্রতারণার ঘটনার পিছনে রাজীব ছাড়াও অন্য কেউ জড়িত আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। গত রবিবার সকালে পুলিশ তাকে বাঁকুড়া জেলা আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় থানার বাইরে জড়ো হন স্থানীয় বিজেপি নেতা ও কর্মীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় জমে যায়। তাদের সামাল দিতে পুলিশকে হিমশিম খেতে হয়। রাজীবকে দেখে 'চোর চোর' স্লোগান উঠতে থাকে। তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো ও ছোড়া হয় ডিম। যদিও তৃণমূল নেতার গায়ে ডিম লাগেনি। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। রাজীবের গ্রেপ্তারি ঘিরে রাজনৈতিক চাপান উতোর শুরু হয়েছে বাঁকুড়ায়। বিজেপির অভিযোগ, চাকরির নাম করে প্রতারণার টাকা তৃণমূলের শীর্ষ স্তরের নেতাদের কাছেও পাঠাতেন রাজীব। তাঁদেরও গ্রেপ্তারির দাবি জানান বিজেপি নেতৃত্ব।

কুমারগঞ্জে আরএসপি-র বিশেষ আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: নিখুঁত ভোটার তালিকা তৈরি এবং ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন (এসআইআর) সংক্রান্ত নানা সমস্যা ও সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তি দূর করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল আরএসপি। রবিবার কুমারগঞ্জের গোপালগঞ্জ আরএন হাই স্কুলে পার্টির কুমারগঞ্জ এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় কুমারগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সভা শেষে আরএসপি নেতা বিশ্বনাথ শীল জানান, ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় এলাকার বহু মানুষ নাম বাদ পড়া বা নানা বিভ্রান্তির কারণে সমস্যার মুখে পড়েছেন। তিনি বলেন, এতদিন পরিসংখ্যানগতভাবে বিষয়টি দেখা গেলেও, বাস্তবে মাঠে নেমে দেখা যাচ্ছে বহু সাধারণ ও অসহায় মানুষ এই প্রক্রিয়ার দরুন চরম বিপাকে পড়েছেন। আক্রান্ত ও সমস্যাগ্রস্ত এই সমস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াচ্ছ আরএসপি।

WEBSOL
POWERING TOMORROW'S ENERGY

ওয়েবসল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড
CIN : L29307WB1990PLC048350
নিবন্ধিত কার্যালয় : ৫২/১, শেক্সপিয়র সরণি, ইউনিমার্ক এশিয়ান, ৮ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০ ০১৭, টেলিফোন ০৩৩ ৪০০৯ ২১০০
ওয়েবসাইট : www.websolenergy.com; ইমেইল আইডি : investors@websolenergy.com

সদস্যদের প্রতি ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, ওয়েবসল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড (''কোম্পানি'')-এর সদস্যদের ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে (''এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি'') উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য আগামী মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ২.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এতদ্বারা কোম্পানির সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, নিয়ন্ত্রক সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা মেনে গত ২৯ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের ইন্টিগ্রেটেড বার্ষিক প্রতিবেদন (বৈদ্যুতিন মোডের মাধ্যমে) পাঠানো সম্পন্ন হয়েছে।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সহ ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.websolenergy.com-এ, বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে https://www.bseindia.com এবং https://www.nseindia.com-এ দেখার/ডাউনলোড করার জন্য উপলব্ধ রয়েছে।

কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ অনুসারে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত রেজোলিউশনগুলিতে সদস্যদের বৈদ্যুতিনভাবে তাদের অধিকার প্রয়োগ করার জন্য কোম্পানি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যরা এজিএম-এর স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থান (''রিমোট ই-ভোটিং'') থেকে অথবা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারবেন। কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিং সহ ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য অনুমোদিত সংস্থা হিসাবে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (''এনএসডিএল'')-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে।

রিমোট ই-ভোটিং শনিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ৯টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫ টায় (আইএসটি) শেষ হবে। সদস্যদের ভোটাধিকার মঙ্গলবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (''কাট-অফ তারিখ'') তারিখে কোম্পানির আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে। শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্য যাদের নাম কাট-অফ তারিখে রেজিস্টার অফ মেম্বারস / বেনিফিসিয়াল ওনারদের তালিকায় নথিভুক্ত রয়েছে, তারা রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করার অধিকারী হবেন। রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে।

কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ১০ এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২-এর সাথে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১-এর বিধান অনুসারে, কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টারগুলি ৩৬তম এজিএম-এর উদ্দেশ্যে বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। **৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের লভ্যাংশের জন্য সদস্যদের যোগ্যতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কোম্পানি সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখকে ''রেকর্ড তারিখ'' হিসাবে নির্ধারণ করেছে, যদি তা এজিএম-এ অনুমোদিত হয়।**

ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো জিজ্ঞাসা / অভিযোগ থাকলে, সদস্যরা এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com-এর 'ডাউনলোড' বিভাগের অধীনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা ০২২৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা শ্রী অমিত বিশাল, ভাইস প্রেসিডেন্ট বা শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে, ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট, এনএসডিএল-এর সাথে ই-মেইল আইডি evoting@nsdl.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন অথবা এনএসডিএল, ৩০১, ৩য় ফ্লোর, নমন চেম্বারস, জি ব্লক, প্লট নং - সি-৩২, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা পূর্ব, মুম্বই-৪০০০৫১-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

ধন্যবাদান্তে,
আপনার বিশ্বস্ত,
ওয়েবসল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অশোক পুরোহিত
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
মেম্বারশিপ নং : এফ৭৪৯০

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯.০৮.২০২৬

SBI
এসবিআই এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-II এর কাছে, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট, নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পোঃ-হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৬১। ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি স্থাবর সম্পত্তির জন্য

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ:- নাম: শ্রী ত্রিদিব মুখার্জি, মোবাইল: ৯৪৩৫৭৩১৪৪২, ই-মেইল আইডি: sbi.16822@sbi.co.in

স্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধির সাথে পঠিত রুল ৯(১)-এর অধীনে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** (সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে) **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** সুরক্ষিত পাওনাদার-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা নীচে উল্লেখিত তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ০২.১০.২০২৬ (শুক্রবার), সময়: সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত ৩০০ মিনিট, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম	টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পাওনা	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০% / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**শ্রী বিশ্বজিৎ পাল,** পিতা- মদন চন্দ্র পাল **শ্রীমতী মাধুরী পাল,** স্বামী- বিশ্বজিৎ পাল **ঠিকানা ১)** ৬৮/৪বি দুর্গা চরণ মিত্র স্ট্রিট, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬ **ঠিকানা ২)** প্রাঙ্গণ নং-১৫এ, ২য় ফ্লোর, ওয়ার্ড নং-১৭, দর্জি পাড়ার কাছে, পোঃ- বিডন স্ট্রিট, থানা- বটতলা, কলকাতা-৭০০০০৬ **শ্রী বিশ্বজিৎ পাল,** পিতা- মদন চন্দ্র পাল **ঠিকানা ৩)** ৪, অনাথ নাথ দেব লেন, কলকাতা-৭০০০০৬	উক্ত ভবনের দক্ষিণ অংশের পিছনের দিকের ২য় ফ্লোরে অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং **পিআইআই-২এ** -এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার টাইলস ফ্লোর সহ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি **৪০৪ বর্গফুট**, এর সাথে উক্ত প্রাঙ্গণের আনুপাতিক অবিভক্ত জমির অংশ এবং চূড়ান্ত ছাদ উপভোগ করার একচেটিয়া অধিকার সহ, যাতে একটি বেডরুম, একটি ডাইনিং কাম ড্রয়িং, একটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর এবং একটি ব্যালকনি এবং এর সাথে সমস্ত ফিক্সচার এবং ফিটিংস রয়েছে, যা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশ-নের সীমানার মধ্যে অবস্থিত, বর্তমানে কেএমসি প্রাঙ্গণ ১৫ এ, চিদাম মুদি লেন, পোঃ: বিডন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৬ নামে পরিচিত, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৭ নং ওয়ার্ডের সীমানার মধ্যে, থানা বটতলা-এর অধীনে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস-অ্যাডিশনাল II, কলকাতা পরগনার অধীনে। উক্ত ফ্ল্যাটটি সম্পূর্ণ **০৭ কাঠা ০২ ছটাক** (কমবেশি) পরিমাপের জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে, যার মধ্যে গ্রাউন্ড	**১৩,৭৮,৬৯০.৭৮/- টাকা** (তেরো লক্ষ আটাত্তর হাজার ছশো নব্বই টাকা এবং আটাত্তর পয়সা মাত্র) যা **২৫.০৩.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং আজ পর্যন্ত অ-প্রয়োগকৃত সুদ, এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**১৮,১৪,০০০/- টাকা** **১,৮১,৪০০/- টাকা** **১০,০০০/- টাকা** **পরিদর্শনের তারিখ: ২৫.০৯.২০২৬**

দখলের ধরন: বাস্তবিক

ফ্লোরে উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত ১৩ ছটাক পরিমাপের সাধারণ প্যাসেজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার সাথে আংশিক এক, আংশিক দুই এবং আংশিক তিন তলা বিশিষ্ট একটি পুরানো এবং জরাজীর্ণ ভবন রয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে প্রাঙ্গণ নং ১৫ এ, চিদাম মুদি লেন, পোঃ: বিডন স্ট্রিট, থানা: বটতলা; কলকাতা ৭০০০০৬, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৭ নং ওয়ার্ডের সীমানার মধ্যে অবস্থিত।

টাইটেল ডিডটি ২০১৯ সালের জন্য বুক-I, ভলিউম নং-১৯০২-২০১৯, পৃষ্ঠা ২৪৭৯২৪ থেকে ২৪৭৯৬৮-এ **১৯০২০৬৩০৮ নম্বর দলিল হিসেবে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী বিশ্বজিৎ পাল, পিতা- মদন চন্দ্র পাল এবং শ্রীমতী মাধুরী পাল, স্বামী- বিশ্বজিৎ পাল-এর নামে রয়েছে। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** ৮ ফুট চওড়া চিদাম মুদি লেন, **দক্ষিণে:** ৩৮/১ বিডন রো, **পূর্বে:** ১৫বি এবং ১৫ ডি চিদাম মুদি লেন, **পশ্চিমে:** ১৪/১ চিদাম মুদি লেন এবং ৬ ঈশ্বর ঠাকুর লেন।

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা লিঙ্ক:- https://BAANKNET.com দেখুন।
খ) ইচ্ছুক বিডার/দের পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর কাছে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁর বিডার অ্যাকাউন্টে জেনারেট করা চালানের মাধ্যমে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে নিলামের তারিখের আগেই ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:- support.baanknet@psballiance.com
- ইচ্ছুক বিডারকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী ভালোভাবে পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ৩১.০৮.২০২৬ — **অনুমোদিত অফিসার,**
স্থান: রাজারহাট, কলকাতা — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

আসানসোল রাইফেল ক্লাবে মন্ত্রী অর্জুন সিং, মন্ত্রীর প্রশংসায় তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল রাইফেল ক্লাবের দশম ইস্ট জোন শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয় রবিবার। এদিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দেখা গেল রাজনৈতিক সৌজন্যতা। এদিনের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে একই মঞ্চে দেখা গেল আসানসোলের তৃণমূলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা, রাজ্যের মন্ত্রী অর্জুন সিং ও আসানসোল উত্তরের বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়কে। এদিন আসানসোল রাইফেল ক্লাবের পক্ষ থেকে মন্ত্রী অর্জুন সিংকে লাইফটাইম সদস্য করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে এসে সাংসদের গলায় শোনা গেল রাজ্যের মন্ত্রী নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা। সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, 'অর্জুন সিং একজন দিলদার-জানদার ব্যক্তি। আমার ছোট ভাইয়ের মতো। খুবই কাজের মানুষ।' শুধু অর্জুন সিং নয়, সাংসদ প্রশংসা করলেন আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের। সাংসদ বলেন, 'কৃষ্ণেন্দু আমার খুব পরিচিত, খুবই ডায়নামিক ব্যক্তিত্ব। আশা করি এই বিধায়ক ভবিষ্যতে দল তথা বর্তমান সরকারের অনেক উঁচু জায়গাতে পৌঁছাবে।' এদিন

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্জুন সিং বলেন, 'অতীতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার খেলাধুলার উন্নয়ন নিয়ে কোন চিন্তা ভাবনা করেনি। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্র সরকার খেলাধুলার উন্নয়ন করার সাথে, আগামী দিন আন্তর্জাতিক স্তরের বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজক দেশ হতে চলেছে। যা দেশের মানুষের কাছে গর্বের ব্যাপার। কেন্দ্রের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমান রাজ্য সরকার খেলাধুলার উন্নয়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।' আসানসোল রাইফেল ক্লাব প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, 'এই রাইফেল ক্লাব থেকে অনেক প্রতিভাবান শুটার জাতীয় স্তরে অংশগ্রহণ করেছে। আমি আশা করি ভবিষ্যতে এই ক্লাব থেকে খেলোয়াররা আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।' শত্রুঘ্ন সিনহার গলায় প্রশংসা প্রসঙ্গে অর্জুন সিং বলেন, 'ওনার সাথে আমার পারিবারিক সম্পর্ক। উনি আমার বড় দাদার মতো। এর সাথে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।' আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, তার বিধানসভা কেন্দ্রে এই রাইফেল ক্লাব। এখানের শুটিং রেঞ্জ থেকে শুরু করে প্রশিক্ষণরত খেলোয়াড়দের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নত মানের। বর্তমান রাজ্য সরকার এই ক্লাবের পরিকাঠামোকে আরো উন্নত থেকে উন্নততর করার জন্য যা প্রয়োজন, তা পূরণ করার চেষ্টা করবে। এদিনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে মন্ত্রী অর্জুন সিং শুটিং রেঞ্জ পরিদর্শন করেন। এবং তিনি নিজে রাইফেল শুটিংও করেন। উল্লেখ্য এই প্রতিযোগিতায় বাংলা, ঝাড়খন্ড, বিহার ছাড়াও ইস্ট জোনের একাধিক রাজ্য অংশগ্রহণ করে।

বাংলায় দেশবিরোধী স্লোগান চলবে না: দিলীপ

মৃণালজিৎ গোস্বামী ● সিউড়ি

'ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় আগের সরকারের আমলে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। সেই দুর্নীতির কারণে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত কয়েকটি প্রকল্প বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল, ওই সমস্ত দুর্নীতির তদন্ত ও বিচার যথা সময়ে হবে।' বলে জানালেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। রবিবার সিউড়ির ডিআরডিসি হলে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে 'পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর'-এর কাজের প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'রাজ্যের মানুষের পরিষেবার কথা মাথায় রেখে পঞ্চায়েতের আইনেও একাধিক পরিবর্তন করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়েই সরকার এগোচ্ছে। কাজ করতে গিয়ে কোনও অভিযোগ এলে তার তদন্তের ব্যবস্থাও রয়েছে। পঞ্চায়েতের প্রধান বা রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই ইতিমধ্যে জেলে গিয়েছেন। আরও কয়েকজন রয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' আবাস প্রকল্পের সার্ভে প্রায় লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে বলেও জানান পঞ্চায়েত মন্ত্রী। তবে বৃষ্টির কারণে জি-রামজি প্রকল্পের কাজ কিছুটা ধীরগতিতে চলছে। সেপ্টেম্বরের শেষদিকে কর্মদিবসের সংখ্যা বাড়বে বলে তিনি আশাবাদী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়ালে লেখা দেশবিরোধী স্লোগান মুছে ফেলার প্রসঙ্গেও এদিন সরব হন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'যে বাংলায় 'বন্দে মাতরম' রচনা হয়েছে, যেখানে 'জন-গণ-মন' রচনা হয়েছে, এমন কবির জন্ম হয়েছে, যার লেখা তিনটি জাতীয় সংগীত তিনটি দেশে গাওয়া হয়, সেই বাংলা থেকে কেউ ভারতের বিরুদ্ধে স্লোগান দেবে, 'ভারত তেরে টুকরে হঙ্গে, ইনশাল্লাহ' বলবে, এখানে সরকারকে চ্যালেঞ্জ করবে, এ অনুমতি আমরা দেব না।' তাঁর দাবি, কাশ্মীর-সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের আওয়াজ বন্ধ হয়েছে। এদিন আরও আক্রমণাত্মক সুরে তিনি বলেন, শুধু দেওয়াল থেকে নয়, মানুষের মন থেকেও ভারতবিরোধী মনোভাব মুছে ফেলার মতো অনুকূল পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। দীর্ঘ আট বছর পর অশোকনগর থেকে তেলের ট্যাঙ্কার শোধনাগারে পৌঁছনোর প্রসঙ্গ উঠতেই 'রসিকতা' করে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'খনিও অপেক্ষা করছিল নতুন সরকারের জন্য।' এরপরই তিনি বলেন, এটি শুভ সংকেত। নতুন সরকার আসার পর সরকারের আয় বাড়ছে, তেল পাওয়া যাচ্ছে, গ্যাস পাওয়া যাবে, আরও অনেক কিছুই হবে। সাধারণ মানুষের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে সবকিছু ঠিক থাকবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর কথায়, 'প্রকৃতিও সঙ্গে আছে।' মেসি-কাণ্ডে রাজ্য সরকারের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত মন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়ামন্ত্রীকে পুরো তালিকা বের করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাঁরা অপরাধ করেছেন, তাঁদের আইনের আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি যে সমস্ত সাধারণ মানুষ টাকা খরচ করে অনুষ্ঠানে এসেও প্রত্যাশিত সুবিধা পাননি, তাঁদের জিএসটি বাদ দিয়ে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। সেই প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানান তিনি। ভুয়ো জব কার্ড এবং ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার পর গ্রাম উন্নয়ন গ্যারান্টি কার্ড দেওয়ার প্রক্রিয়ার কাজও চলছে বলে জানান দিলীপ ঘোষ। তবে কিছুটা দেরি হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকার সঙ্গে তথ্য মিলিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। রবিবার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কাজের পর্যালোচনা করতে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল, বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন-সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। জেলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

ভিসা দেরিতে আসায় প্রাণে বাঁচলেন ৫২ জন পুণ্যার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরলেন বর্ধমানের বিপ্লবাবুরা। মাত্র দু'চার ঘণ্টার হেরফের। আর তাতেই যেন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন বর্ধমানের বাসিন্দা বিপ্লব হাজরা-সহ ৫২ জন পুণ্যার্থী। ভিসা পেতে দেরি হওয়ায় তাঁদের কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা পিছিয়ে যায়। আর সেই সামান্য বিলম্বই শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রাণ বাঁচিয়ে দেয় বলে মনে করছেন তাঁরা। কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রাপথে নেপালের বিধুর সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে এই পুণ্যার্থী দল। পাহাড় থেকে গাছপালা ভেঙে পড়া, ধস এবং প্রবল কাদাজলের স্রোতে কার্যত মৃত্যুর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। তাঁদের গাড়ি কিছুটা আগে পৌঁছে গেলে একটি ব্রিজ পার হওয়ার সময় বড় বিপদের মধ্যে পড়তে পারতেন তাঁরা। অভিজ্ঞ গাইডের তৎপরতায় গাড়ি থামিয়ে দেওয়ায় রক্ষা পান সকলে। দলের সদস্য বর্ধমানের বীরহাটার বাসিন্দা ব্যবসায়ী বিপ্লব হাজরা এখনও সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা মনে করে শিউরে উঠছেন। তাঁর কথায়, ভিসা দেরিতে পাওয়ায় ২৪ ও ২৫ আগস্ট কাঠমান্ডুতে আটকে থাকতে হয়েছিল তাঁদের। ২৬ আগস্ট সকালে রওনা দেন তাঁরা। সেই কয়েক ঘণ্টার বিলম্বই যে শেষ পর্যন্ত তাঁদের জীবন বাঁচিয়ে দেবে, তা তাঁরা ভাবতেও পারেননি। দলের মোট ৫২ জন পুণ্যার্থীর মধ্যে ২২ জনই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। বিপদের খবর পাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পূর্ব বর্ধমানের প্রশাসনের তরফেও তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হয়। নেপাল পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও বিপদের সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর ২৮ আগস্ট তাঁদের ফেরার যাত্রা শুরু হয়। রক্সৌল হয়ে মিথিলা এক্সপ্রেসে রবিবার ভোরে নিরাপদে বর্ধমানে ফেরেন বিপ্লব হাজরা-সহ অন্যান্য পুণ্যার্থীরা। চোখের সামনে প্রকৃতির ভয়াল রূপ ও ধ্বংসলীলা দেখার পর তাঁদের একটাই উপলব্ধি;ভিসা পেতে দেরি না হলে হয়তো আজ পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারত। তাই নিশ্চিত বিপদের হাত থেকে বেঁচে ফিরে ঈশ্বর ও ভাগ্যকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছেন তাঁরা। কৈলাস-মানস সরোবর যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বেরিয়েছিলেন বিপ্লববাবু। তবে এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর তাঁর বিশ্বাস, হয়তো মহাদেবই তাঁকে সেই মুহূর্তে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, তহয়তো মহাদেব চান, আরও পরে তাঁর কাছে যাই।

দুর্গাপুরে ক্রিকেট বেঙ্গল কাপে ১৬ জেলার লড়াই

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে ফের ক্রিকেটের উত্তাপ। দ্বিতীয় মরশুমে আরও বড় পরিসরে ফিরছে 'বেঙ্গল কাপ ২০২৬'। রাজ্যের ১৬ জেলার দলকে নিয়ে চার দিনের ক্রিকেট মহারণ শুরু হবে আগামী ২৬ নভেম্বর। চলবে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত। টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য থাকছে ৪ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা পুরস্কার। শনিবার সন্ধ্যায় দুর্গাপুর সিটি সেন্টারের একটি বেসরকারি হোটেলে হয়ে গেল বেঙ্গল কাপ ২০২৬-এর ওনার্স মিট ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া বিভিন্ন দলের মালিক, অতিথি এবং ক্রিকেটপ্রেমী শুভানুধ্যায়ীরা। তাঁদের উপস্থিতিতেই আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হল দ্বিতীয় মরশুমের পথচলা। প্রথম মরশুমের সাফল্যের পর এবার প্রতিযোগিতাকে আরও জমজমাট করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। ১৬ জেলার ক্রিকেটারদের লড়াইয়ে কে শেষ হাসি হাসবে, তা জানতে অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক মাসের।

বার্নপুরে খুঁটিপুজোয় অগ্নিমিত্রা ঢাকিদের সঙ্গে বাজালেন ঢাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: রবিবার বার্ণপুরে নববিকাশ দুর্গাপুজো কমিটির খুঁটিপুজো অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত অগ্নিমিত্রা পল। এদিন খুঁটি পুজো শেষে ঢাকিদের হাত থেকে ঢাক তুলে নিয়ে নিজের হাতে ঢাক বাজিয়ে মণ্ডপ মাতিয়ে তোলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। মন্ত্রীর ঢাকের তালে মহা আনন্দে নৃত্য পরিবেশন করেন কমিটির মহিলা সদস্যরা। থিম পুজো প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা পল বলেন বাঙালির খাদ্যাভ্যাসে কোনো নিষেধ না থাকলেও মায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠার মূল কেন্দ্র মণ্ডপের ভেতরে আমিষ পরিহার করতে হবে এবং থিমের নামে এমন কোন বস্তু ব্যবহার যেন না হয় যা হিন্দু ধর্মমতে মণ্ডপে বা মন্দিরে নিষিদ্ধ। দুর্গা প্রতিমার রূপ যাতে বিকৃত না হয়, সে বিষয়ে সকল পুজো উদ্যোক্তাদের নজর রাখতে হবে। অন্যদিকে দুর্গাপুজোর সরকারি অনুদান প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

পুজোর আগে ৭০০ বাস আনার চেষ্টা চলছে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থার হাল ফেরাতে এবং পরিবহন দপ্তর সরকারি বাস পরিষেবায় ঘাটতি মেটাতে পুজোর আগে প্রায় ৭০০ বাস আনার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। রবিবার বাঁকুড়ার শুশুনিয়ার একটি বেসরকারি রিসর্টে ন্যাশানালিস্ট কনক্লেভে যোগ দিয়ে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এমনই মন্তব্য করেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং। তিনি বলেন, 'সরকারি পরিবহনের হাল খুব খারাপ। চাহিদার তুলনায় বাসই নেই। বাসের ঘাটতি আছে প্রায় ৭০০। এর ওপর প্রায় সাড়ে তিন হাজার ড্রাইভার ও কনডাক্টর দরকার। পুজোর আগে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।' এর পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট করে এই দিন জানান, 'পুজোর আগে মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে ফ্রি যাতায়াতের জন্য পিঙ্ক কার্ড বিলি সম্ভব হবে না। তার জন্য একটু সময় লাগবে।'

নেহরুর মূর্তি ক্রেনে তুলে জঙ্গলে! ২৪ ঘণ্টার 'ডেডলাইন' কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রাখি বন্ধনের অনুষ্ঠানের জন্য জায়গা খালি করতে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মূর্তি ক্রেন দিয়ে তুলে পাশের জঙ্গলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ! ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুরে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর। ঘটনার প্রতিবাদে সরাসরি মাঠে নেমে পড়েছে কংগ্রেস। পুলিশের কাছে ২৪ ঘণ্টার 'ডেডলাইন' দিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে তারা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পদক্ষেপ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে কংগ্রেস। দুর্গাপুরের হর্ষবর্ধন প্রাইমারি স্কুলের পাশে রয়েছে একটি মেডিটেশন সেন্টার। কংগ্রেসের দাবি, ওই সেন্টারের সামনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর একটি মূর্তি দীর্ঘদিন ধরে স্থাপিত ছিল। অভিযোগ, রাখি বন্ধন অনুষ্ঠানের জন্য ওই জায়গা প্রয়োজন হওয়ায় মূর্তিটি সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর ক্রেন এনে প্রকাশ্যেই মূর্তিটি তুলে স্কুল সংলগ্ন জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ কংগ্রেসের। ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে কংগ্রেসের অভিযোগ, দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মূর্তির সঙ্গে এভাবে আচরণ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই কি মূর্তিটি সরানো হল, নাকি অনুষ্ঠানের জন্য জায়গা খালি করতেই এই পদক্ষেপ, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তারা। ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ পদক্ষেপ না করলে রাস্তায় নেমে বৃহত্তর আন্দোলন হবে, এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছে দলটি। ঘটনাকে ঘিরে দুর্গাপুরে ফের রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহ তৈরি হয়েছে।

'কোনও পোকাওয়ালা চাল-গম রেশনে দেবেন না' ডিলারদের আবেদন খাদ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: 'কোনও পোকাওয়ালা চাল, গম রেশনে দেবেন না, কোনও সরকারি আধিকারিকদের উপঢৌকন দেবেন না।' ডিলারদের পরিষ্কার বার্তা রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রী অশোক কির্তনীয়ার। রাজ্য সরকার পরিবর্তনের পর থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি মুক্ত করবার প্রক্রিয়া চলছে। রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ নীলদর্পণ প্রেক্ষাগৃহে বনগাঁ হাবরা ও গোবরডাঙা থানা এলাকার রেশন ডিলারদের পক্ষ থেকে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কির্তনীয়াকে সম্বোর্ধনা জানানো হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এই এলাকার রেশন ডিলারেরা।

খনির নীচে আগুন-গ্যাস, বন্ধের মুখে এনকেজে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল : খনির নীচে আগুন। সঙ্গে মিথেন গ্যাসের আশঙ্কা। নিরাপত্তার কথা বলে এবার বন্ধের মুখে ইসিএলের খান্দরা কোলিয়ারির নাগ কাজোড়া এনকেজে ইউনিট। শনিবার রাতে ভূগর্ভে আগুনের উপস্থিতি টের পেতেই কর্মরত শ্রমিকদের দ্রুত উপরে তুলে আনা হয়। প্রায় তিনশো শ্রমিকের ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত। খনি বন্ধই কি একমাত্র সমাধান? নাকি আগেই ব্যবস্থা নিলে এড়ানো যেত এই পরিস্থিতি? কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

রবিবার কোলিয়ারির সমস্ত শ্রমিক সংগঠনকে নিয়ে বৈঠকে বসে কর্তৃপক্ষ। কোলিয়ারির এজেন্ট এম সিং জানান, শ্রমিকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই আপাতত খনি বন্ধের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে কোলিয়ারি ফের চালুর চেষ্টা চলছে। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনগুলির অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতেই আজ এই পরিস্থিতি। সিটু নেতা আহমেদ খানের হুঁশিয়ারি, শ্রমিকদের অন্যত্র বদলি কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। প্রয়োজন হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা। আগুন শুধু খনির নীচে নয়, আতঙ্ক ছড়াচ্ছে মাটির উপরেও। শ্রমিক নেতাদের দাবি, খনির নীচে আগুনের পাশাপাশি মিথেন গ্যাসের উপস্থিতির আশঙ্কা রয়েছে। খনির বিস্তীর্ণ এলাকার ফাটল বা ধসপ্রবণ অংশ দিয়ে গ্যাস বাইরে বেরিয়ে এলে বিপদ হতে পারে বিশ্বেশ্বরী-নীলকণ্ঠতলা-সহ আশপাশের এলাকায়। তাঁদের বক্তব্য, প্রথমে খনির নীচে অক্সিজেন ঢোকার পথগুলি বন্ধ করতে হবে। তা না হলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন। একদিকে ভূগর্ভে আগুন ও গ্যাস, অন্যদিকে ৩০০ শ্রমিকের কর্মসংস্থান এনকেজে এখন কার্যত জোড়া সঙ্কটে।

আউশগ্রামে ব্যতিক্রমী সামাজিক উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: 'একটি গাছ, একটি প্রাণ' বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে পরিবেশ রক্ষা করতে যেমন বৃক্ষরোপণ জরুরি, তেমনই মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে প্রয়োজন রক্ত। গাছের অক্সিজেন যেভাবে জীবজগৎকে টিকিয়ে রাখে, ঠিক তেমনই এক ফোঁটা রক্ত জীবন ফিরিয়ে দেয় বহু মানুষের। এই জোড়া বার্তা সামনে রেখেই প্রতি বছরের মতো এ বছরও পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম দুই নম্বর ব্লকের সোঁয়াই গ্রামে আয়োজিত হলো এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। সোঁয়াই গ্রামের ঐতিহাসিক পাঁচ পুতুল মা মনসা মন্দিরের বাৎসরিক পুজো উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হয় এই শিবির। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে মন্দিরটির পুজো ৩০৮ তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য মেনে পুজোর প্রাক্কালে এক মাস ধরে নানান সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্রতী হন গ্রামবাসীরা। সেই সমাজসেবামূলক কর্মসূচিরই অঙ্গ হিসেবে রবিবার রক্তদান শিবিরের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এদিনের শিবিরে এক অভিনব দৃশ্য দেখা যায়। শিবিরে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রত্যেক রক্তদাতার হাতে সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতীক হিসেবে তুলে দেওয়া হয় একটি করে গাছের চারা। গ্রামের বাসিন্দা উৎপল বর্মন জানান, 'আমাদের গ্রামের দক্ষিণ লোহার পাড়ার এই মন্দিরের পুজো অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে হয়। প্রতি বছরের মতো এবারও আমরা এক মাস ব্যাপী নানা সামাজিক কাজের পরিকল্পনা করেছি, যার মধ্যে এই রক্তদান শিবির অন্যতম। মানুষকে বাঁচাতে যেমন রক্তের প্রয়োজন, তেমনই পৃথিবীকে বাঁচাতে অক্সিজেনের প্রয়োজন। যে হারে বিশ্ব উষ্ণায়ন বাড়ছে, তাতে সকলকেই গাছ লাগাতে হবে। তাই রক্তদাতাদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি তাঁরা যাতে চারাগাছটি নিজের বাড়ির ফাঁকা জায়গায় রোপণ করতে পারেন, সেই কারণেই এই উদ্যোগ।'

জামুড়িয়ায় মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট, টাইব্রেকারে চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণখণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: প্রেসক্লাব অফ জামুড়িয়ার উদ্যোগে আয়োজিত মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট ঘিরে জমজমাট হয়ে উঠল জামুড়িয়ার ফুটবল মাঠ। প্রতিযোগিতায় পশ্চিম বর্ধমানসহ বিভিন্ন জেলার মোট আটটি মহিলা ফুটবল দল অংশগ্রহণ করে। ফাইনালে মুখোমুখি হয় রানীসাহের মহিলা ফুটবল একাডেমি ও দক্ষিণখণ্ড মহিলা ফুটবল একাডেমি। নির্ধারিত সময়ে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ম্যাচের নিষ্পত্তি হয় ট্রাইব্রেকারে। সেখানেই জয় তুলে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় দক্ষিণখণ্ড মহিলা ফুটবল একাডেমি। ফাইনাল ঘিরে মাঠে দর্শকদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। খেলা শেষে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। প্রেসক্লাব অফ জামুড়িয়ার সভাপতি রজত কবি বলেন, মহিলা ফুটবলারদের উৎসাহ দিতে এই উদ্যোগ। খেলোয়াড়দের প্রতিভা ও দর্শকদের বিপুল উৎসাহ তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছে। আগামী বছর আরও বড় পরিসরে ও আকর্ষণীয় মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। আয়োজকদের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ জামুড়িয়ায় মহিলা ফুটবলের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং আগামী প্রজন্মের খেলোয়াড়দেরও খেলাধুলায় উৎসাহিত করবে।

ওবিসি শ্রেণিভুক্ত করার দাবি গন্ধবণিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গন্ধবনিক সম্প্রদায়কে সামাজিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা শ্রেণি হিসাবে গণ্য করে ওবিসি শ্রেণিভুক্ত করতে হবে। এই দাবিতে ফের সরব হয়েছেন জেলার গন্ধবনিক বা বেনিয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা। ভারতীয় গন্ধবনিক সমাজ কল্যাণ সংস্থার বাঁকুড়া জেলা অ্যাড-হক কমিটির সম্পাদক বাপ্পা দাস বলেন, যে এই দাবি তাদের দীর্ঘদিনের। তারা দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অবসান চায়। তারা সারা রাজ্য জুড়েই আন্দোলন চালাচ্ছেন। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর তারা তাদের দাবি পূরণ নিয়ে আশাবাদী। সম্প্রতি নতুন সরকারের কাছে পাঠানোর জন্য জেলাশাসকের কাছে দাবিপত্র জমা দিয়েছেন। তারা আশাবাদী যে নতুন সরকার তাদের দাবি শীঘ্রই পূরণ করবেন। তাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

মোদী তাসখন্দে এক বিশেষ যোগ শিবিরে অংশ নিলেন

নয়াদিল্লি, ৩০ অগস্টঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার উজবেকিস্তানের রাজধানী তাশখন্দে একটি বিশেষ যোগ শিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন। এতে উজবেকিস্তানের ৫২ জন যোগ সাধক উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্সে লিখেছেন, 'চলতি বছরের শুরুর দিকে আমদাবাদে আয়োজিত প্রথম বিশ্ব ইয়োগাসন চ্যাম্পিয়নশিপে উজবেকিস্তান অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে অংশ নিয়েছিল। আজ কয়েকজন পদক বিজয়ীও এখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ভারত ও চ্যাম্পিয়নশিপের দুর্দান্ত সব স্মৃতি নিয়ে ফিরে এসেছেন। যোগব্যায়ামকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে যে কাজ করা হচ্ছে, তার জন্য আমি উজবেকিস্তান যোগ ফেডারেশনের ভূয়সী প্রশংসা করছি।'

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী মোদী শনিবার সকালে উজবেকিস্তান ও কিরগিজস্তানের চার দিনব্যাপী সফরে রওনা হয়েছেন। সফরকালে তিনি উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রপতি শভকত মির্জিওয়েভের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, ডিজিটাল যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা এবং শক্তি খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করবেন।উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রপতি শভকাত মির্জিওয়েভ রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সে দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'ওলিয়া দারজালি দোস্তলিকে' (সর্বোচ্চ মৈত্রী সম্মান) ভূষিত করেছেন।

এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উজবেকিস্তানের সর্বোচ্চ সম্মান পাওয়া তাঁর জন্য অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত। তিনি বলেন, 'এই সম্মান ১৪০ কোটি ভারতবাসীর সম্মান এবং আমি সকল ভারতবাসীর পক্ষ থেকে উজবেকিস্তানের জনগণকে, এখানকার সরকারকে এবং আমার বন্ধু শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রধানমন্ত্রী এই সম্মানকে বিরাট দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, ভারত কখনও তার দায়িত্ব থেকে পিছপা হবে না এবং এই বন্ধুত্ব পুরোপুরি রক্ষা করবে।

তিনি বলেন, দুই দেশ মিলে 'গ্লোবাল সাউথে'র ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বর হয়ে উঠবে এবং তাদের ও সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাবে। প্রধানমন্ত্রী এই সম্মানকে দু' দেশের শতাব্দী প্রাচীন বন্ধুত্ব এবং অভিন্ন ঐতিহ্যকে উৎসর্গ করে বলেন, উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রপতির দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং ভারতের প্রতি তাঁর বন্ধুত্বের কারণে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ক্রমাগত শক্তিশালী হয়েছে। তিনি বলেন, এরই ফলশ্রুতিতে আজ দুই দেশের সম্পর্ক ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বের এক নতুন স্তরে পৌঁছেছে।

এর আগে উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রপতি খোলামেলা ও আন্তরিকতাপূর্ণ ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি ভারতের দ্রুত অগ্রগতি এবং বিশ্বমঞ্চে ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রশংসা করে একে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বের কৃতিত্ব বলেন। তিনি বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে এক নতুন স্তরে পৌঁছেছে। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পরিবহন, পর্যটন, সংস্কৃতি এবং পরিবেশ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার হয়েছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, উভয় দেশের মধ্যেই বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এবং বর্তমানে এক বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য কোনও চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, বরং এটি কেবল সূচনা মাত্র। তিনি ভবিষ্যতে এই বাণিজ্যকে পাঁচ বিলিয়ন ডলার এবং পরবর্তীতে দশ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন।

'বিশ্বকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বোধ উপলব্ধি করানোই ভারতের নিয়তি'

নিউইয়র্ক, ৩০ অগস্ট: রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত শনিবার নিউ ইয়র্কে বলেছেন, প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি বার্তা, লক্ষ্য এবং নিয়তি থাকে। ভারতের নিয়তি হল বিশ্বকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বোধ উপলব্ধি করানো। বৈচিত্র্য ঐক্যকে দুর্বল করে না, বরং তাকে শক্তিশালী করে।

নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে 'অ্যাহেড ফোরামে'র পক্ষ থেকে আয়োজিত ইউনিভার্সাল ওয়াননেস সেলিব্রেশনে মোহন ভাগবত স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে প্রতিটি দেশের একটি বার্তা থাকে, প্রতিটি দেশের একটি লক্ষ্য থাকে এবং প্রতিটি দেশের একটি নিয়তি থাকে যা তাকে পূরণ করতে হয়। ভারতের নিয়তি কী? ভারতের কাজ হল 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'কে নিজে বোঝা এবং সময়ে সময়ে বিশ্বকেও তা উপলব্ধি করানো। আমরা এক, এবং বৈচিত্র্যের কারণেই সেই ঐক্য আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। তাই বৈচিত্র্য উদযাপন করা উচিত।'

মোহন ভাগবত বলেন, বৈচিত্র্য উদযাপন করা উচিত। তাকে সম্মান জানানো উচিত এবং গ্রহণ করা উচিত। এর পাশাপাশি, মানুষের উচিত নিজেদের ভেতরে ঐক্যের ভাবনাকেও বজায় রাখা। তাঁর মতে, বিভিন্ন রূপ এবং পরিচয় থাকা সত্ত্বেও ঐক্যের অনুভূতিই আসল। মোহন ভাগবত ভারতীয়দের নিজেদের আচরণের মাধ্যমে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বার্তা দেওয়ার আবেদন জানান। মোহন ভাগবত বলেন, ভারতের কেবল ভাষণ বা ধর্মোপদেশের মাধ্যমে বিশ্বকে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'র বার্তা পৌঁছে দেওয়া উচিত নয়। ভারতীয়দের অবশ্যই তাদের আচরণ ও কার্যকলাপের মাধ্যমে একটি উদাহরণ স্থাপন করতে হবে। তিনি বলেন যে, এই পথেই ভারত তার দায়িত্ব পালন করতে পারে। তিনি বলেন, মানুষের শরীর, পোশাক এবং উপাসনা পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু একটি চিরন্তন উপাদান সকলকে সংযুক্ত করে। তিনি এটিকে একটি সুতোয় সংযুক্ত জপমালার বিভিন্ন পুঁতির সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁর মতে, এই আত্মিক উপাদানই সকলের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তি। মোহন ভাগবত বলেন, মানবজীবনের উদ্দেশ্য কেবল জাগতিক সুখ অর্জন করা নয়। ভারতীয় ঐতিহ্যে, জীবনের উদ্দেশ্য সত্যের সন্ধান এবং মুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়া হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সঙ্গে বিশ্বের কল্যাণে কাজ করাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত ধর্মকে এমন একটি নীতি হিসাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন যা ভারসাম্য বজায় রাখে।

তাঁর মতে, ধর্ম কেবল ধর্মীয় বা উপাসনার বিষয় নয়। এটি ব্যক্তি, সমাজ এবং পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার একটি ব্যবস্থা। তিনি বলেন, ভারতকে তার নিজের আচরণের মাধ্যমে এই উপলব্ধি বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

স্তন-স্বাস্থ্য সচেতনতা

নয়াদিল্লি, ৩০ অগস্ট: ভারতের নয়াদিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে 'পিঙ্ক রিবন ফাউন্ডেশন অ্যান্ড ইন্ডিয়া টার্নস পিঙ্ক গ্লোবাল লঞ্চে'র আওতায় 'ইন্ডিয়া টার্নস পিঙ্ক' এবং 'পিঙ্ক রিবন ইন্টারন্যাশনাল' যৌথভাবে তাদের সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের সূচনা করেছে। এই উদ্যোগটি ভারতজুড়ে স্তন স্বাস্থ্য সচেতনতা, রোগ প্রতিরোধ, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্তকরণ, স্ক্রিনিং, গবেষণা এবং সহায়তা পরিষেবা জোরদার করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। 'ইন্ডিয়া টার্নস পিঙ্ক' ২০১৩ সাল থেকে 'প্রাথমিক শনাক্তকরণ জীবন বাঁচায়' এই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে এবং সিএসআর (CSR) সহযোগিতার মাধ্যমে স্তন ক্যানসার সচেতনতা ও বিনামূল্যে স্ক্রিনিং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। অন্যদিকে 'পিঙ্ক রিবন ইন্টারন্যাশনাল' ৯৬টি দেশে স্তন ক্যানসার বিষয়ক গবেষণা, প্রতিরোধ ও প্রাথমিক শনাক্তকরণ কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদান করে আসছে।

জয়পুরের দুই কেন্দ্রে নিট-পিজি বাতিল, ফের পরীক্ষা ৫ সেপ্টেম্বর

জয়পুর, ৩০ অগস্ট: চিকিৎসক হওয়ার পর বিশেষজ্ঞ হওয়ার লক্ষ্যে রবিবার দেশজুড়ে নিট-পিজি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তবে জয়পুরের প্রায় ২,৫০০ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে ব্যাহত হয়। সীতাপুরার আইওএন ডিজিটাল জোনের দু'টি পরীক্ষা কেন্দ্রে অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ সরবরাহে ত্রুটির কারণে বারবার কম্পিউটার সিস্টেম বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতির জেরে ওই দুই কেন্দ্রে পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। প্রভাবিত পরীক্ষার্থীদের ফের পরীক্ষা নেওয়া হবে ৫ সেপ্টেম্বর। রবিবার দেশজুড়ে ১,১১১টি কেন্দ্রে ২.৬৩ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থীর নিট-পিজি পরীক্ষা নেওয়া হয়। জয়পুরের সীতাপুরার ৪১৬৮২ এবং ৪১৬৮৩ নম্বর কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত সমস্যার মুখে পড়তে হয়।পরীক্ষার্থীদের দাবি, সকাল ৯টায় পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে অনেকের পরীক্ষা প্রায় ১০টা নাগাদ শুরু হয়। এরপরও বারবার কম্পিউটার বন্ধ হয়ে যায়। কারও স্ক্রিনে তিন-চারটি প্রশ্ন আসার পর সিস্টেম বন্ধ হয়ে যায়, আবার কারও ক্ষেত্রে পাঁচ-ছটি প্রশ্ন আসার পর একই সমস্যা দেখা দেয়। বারবার কম্পিউটার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরীক্ষার সময় এবং পরীক্ষার্থীদের মনোযোগ, দুই-ই ব্যাহত হয়। কয়েকজন পরীক্ষার্থী কেন্দ্রের আধিকারিকদের ডাকার দাবি জানান। প্রযুক্তিগত সমস্যার মধ্যে পরীক্ষার গোপনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কয়েকজন পরীক্ষার্থী। তাঁরা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান।তবে পরীক্ষায় কোনও অনিয়ম বা প্রশ্নপত্র সংক্রান্ত গণ্ডগোলের সরকারি ভাবে কোনও প্রমাণ মেলেনি। প্রাথমিক ভাবে সমস্যাটিকে প্রযুক্তিগত ত্রুটি এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ সরবরাহে সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বহু পরীক্ষার্থী কেন্দ্রের বাইরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান।পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে জাতীয় পরীক্ষা বোর্ড প্রভাবিত পরীক্ষার্থীদের ফের পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বোর্ড জানিয়েছে, আইওএন ডিজিটাল জোন সীতাপুরার ৪১৬৮২ ও ৪১৬৮৩ নম্বর কেন্দ্রে অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ সরবরাহে ত্রুটির কারণে পরীক্ষা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। প্রভাবিত সমস্ত পরীক্ষার্থীর পুনরায় পরীক্ষা ৫ সেপ্টেম্বর, শনিবার দুপুর ৩টেয় জয়পুরে অনুষ্ঠিত হবে। নতুন পরীক্ষা কেন্দ্র, সংশোধিত অ্যাডমিট কার্ড এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরে জানানো হবে।ঘটনাটি নিয়ে জাতীয় পরীক্ষা বোর্ড বৈঠকও ডাকবে। সেখানে প্রযুক্তিগত অংশীদার এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নিশ্চিত করার দায়িত্বে থাকা সংস্থার ভূমিকা খতিয়ে দেখা হবে। তদন্তের পর দায় নির্ধারণ করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ময়দান

কাস্টমসকে হারিয়ে সুপার সিক্সে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে ওঠার জন্য ইস্টবেঙ্গলের দরকার ছিল মাত্র এক পয়েন্ট। কিন্তু শুধু ড্র করে লক্ষ্য পূরণে সন্তুষ্ট থাকেনি লাল-হলুদ শিবির। নিজেদের মাঠে ক্যালকাটা কাস্টমসকে ২-০ গোলে হারিয়ে দাপটের সঙ্গে গ্রুপ পর্বের বাধা টপকে সুপার সিক্সে জায়গা নিশ্চিত করেছে তারা। এই জয়ের ফলে ভবানীপুর ও মোহনবাগানের পর গ্রুপ থেকে তৃতীয় দল হিসেবে পরবর্তী পর্বে পৌঁছল ইস্টবেঙ্গল।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে দেখা যায় ইস্টবেঙ্গলকে। প্রথম কয়েক মিনিটেই কাস্টমসের রক্ষণকে চাপে ফেলে দেয় লাল-হলুদ ফুটবলাররা। সেই চাপের ফল মিলতেও বেশি সময় লাগেনি। ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন মনোতোষ মাঝি। গোলটির সূচনা করেন অধিনায়ক তন্ময় দাস। মাঝমাঠ থেকে দুরন্ত গতিতে বল নিয়ে প্রতিপক্ষের ডিফেন্স ভেঙে বক্সে প্রবেশ করেন তিনি। এরপর সঠিক সময়ে বল বাড়িয়ে দেন মনোতোষের উদ্দেশে। সুযোগ হাতছাড়া না-করে সহজেই বল জালে জড়িয়ে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন তিনি।

প্রথম গোলের পরেও আক্রমণের ধার কমায়নি ইস্টবেঙ্গল। কাস্টমস নিজেদের অর্ধেই বেশিরভাগ সময় আটকে পড়ে। ৩৬ মিনিটে আসে দ্বিতীয় গোল। যদিও এই গোলের পেছনে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগের ভুল বড় ভূমিকা নেয়। বক্সের মধ্যে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে মনোরঞ্জন সিং অযথা ঝুঁকি নেন। তাঁর ভুলেই বল চলে যায় আকাশ হেমব্রমের সামনে। প্রায় ফাঁকা গোল পেয়ে কোনও ভুল করেননি আকাশ। সহজেই বল জালে পাঠিয়ে দলের ব্যবধান ২-০ করেন তিনি। পরে মনোরঞ্জন লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ায় কাস্টমস আরও চাপে পড়ে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধে একাধিক সুযোগ পেলেও গোলের সংখ্যা বাড়াতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। মহম্মদ বিলালসহ একাধিক ফুটবলার নিশ্চিত সুযোগ নষ্ট করেন। ম্যাচের শেষ দিকে আরেকটি গোলের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল লাল-হলুদ। কাস্টমসের গোলরক্ষক সোমনাথ দত্তকে কাটিয়ে বল নিয়ে এগিয়েছিলেন এক ইস্টবেঙ্গল ফুটবলার। কিন্তু বল ফাঁকা জালে ঢোকার আগেই অসাধারণ দক্ষতায় ক্লিয়ার করে দলকে বড় বিপদ থেকে বাঁচান রুদ্রনাথ সামন্ত।

অন্যদিকে কাস্টমসও অন্তত একটি গোল শোধ করার সুযোগ পেয়েছিল। রাজেন ওরাওঁ ভালো অবস্থানে থেকেও সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। ফলে শেষ পর্যন্ত ২-০ ব্যবধানেই ম্যাচ শেষ হয় এবং পূর্ণ তিন পয়েন্ট পায় ইস্টবেঙ্গল।এই জয়ের ফলে ইস্টবেঙ্গলের সংগ্রহ দাঁড়াল ৯ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট। ফলে তারা নিশ্চিতভাবেই সুপার সিক্সে পৌঁছে গেল। গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে ভবানীপুর, যাদের ১১ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট। অন্যদিকে মোহনবাগানের নির্ধারিত ম্যাচ বেহালা না-খেলায় সবুজ-মেরুন শিবিরের পয়েন্ট হয়েছে ১০ ম্যাচে ২২, তারাও আগেই সুপার সিক্স নিশ্চিত করেছে।

গ্রুপ পর্বে এখনও ইস্টবেঙ্গলের তিনটি ম্যাচ বাকি রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় লড়াই অবশ্যই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ডার্বি। সুপার সিক্স নিশ্চিত হলেও সেই ম্যাচে ভালো ফল করে আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে পরবর্তী পর্বে নামাই হবে লাল-হলুদ শিবিরের প্রধান লক্ষ্য।

সবুজ-মেরুনে এরউইন

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার বাগানে ফুল ফোটাতে আসছেন লি হ্যারি এরউইন। মোহনবাগানের শক্তি বাড়াতে এই স্কটিশ স্ট্রাইকার সোমবারই রাতেই শহরে চলে আসছেন। মঙ্গলবার থেকেই অনুশীলনে নেমে পড়বেন তিনি। বত্রিশ বছর বয়সী অভিজ্ঞ লি এরউইনের সঙ্গে সবুজ মেরুনের চুক্তি এক বছরের।

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.

Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/26-27/000116, Dated : 18-08-2026
Name of work : Preventive maintenance / overhauling of electrical main LT panel at Taratala IT Park
Value of work : 1,06,849/- (Approx.)

Due date of Submission : 7 days from publication
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in

For details contact : 9609055584

ICA- T16536(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 09/EE/KCMD/W&S/KMDA of 2026-2027
Online Tender is invited by The Executive Engineer, K.C.M.D, W&S Sector, KMDA, Baghajatin STP Complex, Kolkata-700094, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Jungle Cutting and Cleaning of the Compound Premises of the Clear Water UGR-cum-Booster Pumping Station at Lake Town, Ward No. 30, within South Dum Dum Municipality for a period of one year., Rs.2,38,360/-, Rs.4,768/-, 01 year, **Online Bid submission last date & time:** 11.09.2026 at 15:00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-463)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T16530(1)/2026

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/68/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BLACK TOP ROAD AT DWARIR ROAD N.S.C BOSE ROAD TO BYEPASS IN WARD NO - 23 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.93,08,164.00
WBMAD/ULB/ RSM/72/26-27 Dated 29.08.2026	The Repairing of Fartabad Main road from Beltala to EM Bypass of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.14,22,735.00

Bid Submission end date: **15.09.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

NIT No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/118/26-27 Dated 29.08.2026	The Repairing of Bituminous road from NS Bose road to Southern Bypass Service road at Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.5,75,545.00
WBMAD/ULB/ RSM/119/26-27 Dated 29.08.2026	The Repairing of Black Top Road from Tulsi Saha's shop to Iter Panja Rickshaw stand at WARD NO.-28 UNDER RAJPUR - SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.9,50,523.00

Bid Submission end date: **07.09.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

NIT No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/88/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING AND BITUMINOUS ROAD AT GURUCHARAN GHOSH STREET FROM T.G. ROAD TO GOUTAM SANGHA CLUB WARD NO- 18	Rs.28,14,126.00
WBMAD/ULB/ RSM/89/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING AND BITUMINOUS ROAD AT NABIN CHAND GHOSH STREET FROM RAKHAL GHOSH TO SHANYAL PARA JOINING IN WARD NO - 18 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY	Rs.22,67,873.00
WBMAD/ULB/ RSM/90/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD AT BARENDRA PARA ROAD FROM AGHORE SARANI TO GOSTO TALA IN WARD NO.- 16 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY	Rs.61,23,958.00
WBMAD/ULB/ RSM/91/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD AT MISHRA PARA ROAD FROM N.S ROAD TO BHURI PUKUR IN WARD NO.- 16 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY	Rs.50,36,324.00
WBMAD/ULB/ RSM/92/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD AT MALIKAPUR ROAD FROM NARAYANA SCHOOL TO APANJAN CLUB VIA HARISAVA IN WARD NO.- 16 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY	Rs.52,06,003.00
WBMAD/ULB/ RSM/93/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD AT NEW 16 FEET FROM J.N BOSE ROAD TO NETAJI SANGHA IN WARD NO.- 21 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY	Rs.55,22,225.00
WBMAD/ULB/ RSM/94/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD AT PASCHATYA PARA ROAD FROM AGHORE SARANI TO S.B.B SARANI IN WARD NO.- 16 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY	Rs.61,62,652.00
WBMAD/ULB/ RSM/95/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD CHANDITALA ROAD FROM NILU'S GOLA TO RAIL LINE IN WARD NO.- 19 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY	Rs.29,68,780.00
WBMAD/ULB/ RSM/96/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING AND BITUMINOUS ROAD AT D.N.STREET FROM MN. ROY ROAD TO CULVERT AT WARD NO- 18	Rs.27,74,010.00
WBMAD/ULB/RSM/97/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD FROM DHENU'S SHOP TO HOUSE OF SURAJIT DEY & SHANTI'S SHOP TO BIBIMAA TALA KOLU PARA ROAD IN WARD NO.- 22 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY	Rs.21,41,975.00
WBMAD/ULB/ RSM/98/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD FROM OINDRILA FLAT TO DIGHIR PAR IN WARD NO.- 22 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY	Rs.13,11,137.00
WBMAD/ULB/ RSM/99/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING AND BITUMINOUS ROAD AT LEBUTALA ROAD FROM NS. ROAD T0 KC. DUTTA ROAD AT WARD NO- 17	Rs.16,84,460.00
WBMAD/ULB/ RSM/100/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD FROM OPPOSITE OF LILA SWEETS TO BRATI SANGHA VIA BADUR TALA IN WARD NO.- 19 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY	Rs.45,59,035.00
WBMAD/ULB/ RSM/101/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD OF SHYAMACHARAN CHAKRABORTY ROAD FROM OIL MILL TO ISKAN MANDIR IN WARD NO.- 19 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY	Rs.31,46,056.00
WBMAD/ULB/ RSM/102/26-27 Dated 29.08.2026	The Repairing of Mahamayapur School Road from Hindusthan Road to Sardar Para Road via Mahamayapur School & Halud Khet of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs.44,63,620.00
WBMAD/ULB/ RSM/103/26-27 Dated 29.08.2026	Reparing of Bituminous road from Mohanvata to Milan Sangha Club,in ward No.-31 & 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.89,37,962.00
WBMAD/ULB/ RSM/104/26-27 Dated 29.08.2026	Reparing of Bituminous road from Bagherghole Main road road to Keya Bagan School,in ward No.-32 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.33,17,069.00
WBMAD/ULB/ RSM/105/26-27 Dated 29.08.2026	Reparing of Bituminous road from Ghosh Builders to Jora Maath via Sukanta Residency & Kirton para,in ward No.-32 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.54,18,686.00
WBMAD/ULB/ RSM/106/26-27 Dated 29.08.2026	Reparing of Bituminous road from CRI Factory to Natunhat meat Shop,in ward No.-33 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.85,94,194.00
WBMAD/ULB/ RSM/107/26-27 Dated 29.08.2026	Reparing of Bituminous road from Sarol Dighi to Arup Electric via Nath Para,in ward No.-33 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.21,19,901.00
WBMAD/ULB/ RSM/108/26-27 Dated 29.08.2026	Reparing of Bituminous road from Juilitala to Natunhat, in ward No.-34 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.16,45,967.00
WBMAD/ULB/ RSM/109/26-27 Dated 29.08.2026	Reparing of Bituminous road from Bijan Kanan Development Society to Bijan Kanan road via H/O Indra, in ward No.-35 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.28,85,119.00
WBMAD/ULB/ RSM/110/26-27 Dated 29.08.2026	Reparing of Bituminous road from Soil Test Company to Rania Desh Bondhu Park Auto Stand,in ward No.-35 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.95,30,020.00
WBMAD/ULB/ RSM/111/26-27 Dated 29.08.2026	Reparing of Bituminous road from Debu's tea stall to Natunhat Durga Mondop via Dakshin Para, in ward No.-34 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.28,67,798.00
WBMAD/ULB/ RSM/112/26-27 Dated 29.08.2026	Reparing of Bituminous road from Boral Main road to Mohan Bhata-Ranghkal road via Netaji Sangha Play ground and bye lanes,in ward No.-35 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.44,14,707.00

Bid Submission end date: **15.09.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

NIT No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/86/26-27 Dated 29.08.2026	The Repairing of Lahabagan Bituminous Road from NS Road to Khodaboksa Road at Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.3,21,406.00

Bid Submission end date: **08.09.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/69/26-27 Dated 29.08.2026	Construction of BALLAH PILLING WORK AT Manikpur Subhas Block & Naskar Para in WARD NO.-23 within Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.5,84,372.00

Bid Submission end date: **08.09.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

NIT No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/113/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD AT PURANDAR KHAN ROAD HATI PARA MORE TO SATKARI HIGH SCHOOL IN WARD NO.- 22 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.82,78,019.00
WBMAD/ULB/ RSM/114/26-27 Dated 29.08.2026	The Repairing of BituminousRroad from Hindusthan road to Garia Station road via Katha Appartment at Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs.27,14,106.00
WBMAD/ULB/ RSM/115/26-27 Dated 29.08.2026	Repairing of Bituminous Road from Kamalgazi Masjid to Jamat Ghar of Ward No.- 27, under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.80,99,913.00
WBMAD/ULB/ RSM/116/26-27 Dated 29.08.2026	The Repairing of Bituminous Road from NS Bose Road to Mantu's Shop of Ward No.-27 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.18,34,693.00
WBMAD/ULB/ RSM/117/26-27 Dated 29.08.2026	The Repairing of Black top Peyarabagan Road from Municipal Park to Baro Shib Mandir of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.54,55,933.00
WBMAD/ULB/ RSM/120/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD AT BADAMTALA TO DWARIR ROAD VIA PRADIP BATTALA IN WARD NO.- 25	Rs.51,41,732.00
WBMAD/ULB/ RSM/121/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF W.B.M ROAD AT BAGHERDANGA , B.C.ROY ROAD TO DWARIR ROAD IN WARD NO.- 25	Rs.64,04,082.00
WBMAD/ULB/ RSM/122/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD AT CHITAGANG PARA , DWARIR ROAD CONNECTOR TO HEALTH CENTRE IN WARD NO.- 24	Rs.41,15,859.00
WBMAD/ULB/ RSM/123/26-27 Dated 29.08.2026	Repairing of Bituminous Road from Sonarpur Station Road to Mujibar Rahman Smriti Sangha Pond of Ward No.- 27, under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.57,22,011.00
WBMAD/ULB/ RSM/124/26-27 Dated 29.08.2026	Repairing of Bituminous Road from Sonarpur Station Road to Mujibar Rahman Smriti Sangha Pond of Ward No.- 27, under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.40,42,630.00
WBMAD/ULB/ RSM/126/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BLACK TOP ROAD AT PANCHABATI MORE N.S.C BOSE ROAD TO SARKAR MORE VIA GRILL FACTORY & SATKARI MEMORIAL HALL IN WARD NO - 22 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY	Rs.74,64,396.00
WBMAD/ULB/ RSM/127/26-27 Dated 29.08.2026	Upgradation of C. C. Road from H/O Sunil Sarkar to H/O Avinash Mistri (Lenin Nagar), in Ward No.-32 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.11,23,949.00
WBMAD/ULB/ RSM/128/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BLACK TOP ROAD OPPOSITE OF SPANDAN MEDICARE TO MURI FACTORY IN WARD NO - 22 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.82,78,019.00
WBMAD/ULB/ RSM/73/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD AT GIRJA ROAD CONNECTOR TO MANIKPUR CHICKEN SHOP VIA CHALTA TALA IN WARD NO – 23 within Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.48,98,014.00
WBMAD/ULB/ RSM/74/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BLACK TOP ROAD AT GIRJA ROAD FROM OIL MILL TO MANIKPUR IN WARD NO - 23 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.66,08,412.00
WBMAD/ULB/ RSM/75/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING AND BITUMINOUS ROAD AT KUMAR PARA ROAD FROM GOLPUKUR TO BLUE SKY CLUB AT WARD NO- 17 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.16,84,033.00
WBMAD/ULB/ RSM/76/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING AND BITUMINOUS ROAD AT M.N.ROY ROAD FROM MINI INDOR TO DHOPAPARA MORE AT WARD NO- 17 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.41,85,737.00
WBMAD/ULB/ RSM/77/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING AND BITUMINOUS ROAD AT PANCHANANTALA ROAD FROM PANCHANAN MANDIR TO 11 PALLY CLUB AT WARD NO- 17 UNER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.17,93,369.00
WBMAD/ULB/ RSM/78/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF W.B.M ROAD AT RATHTALA TO BYEPASS IN WARD NO - 26 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY	Rs.54,89,957.00
WBMAD/ULB/ RSM/79/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD AT VIBEKANANDA SARANI N.S.C BOSE ROAD TO PANCHAYET BORDER VIA MILAN SANGHA CLUB IN WARD NO - 26 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.95,86,404.00
WBMAD/ULB/ RSM/80/26-27 Dated 29.08.2026	Upgradation of C. C. Road & Culvert from Mallick Para Jame Masjid via Uttarmath to Hatkhola Para in Ward No.- 33 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.31,74,754.00
WBMAD/ULB/ RSM/81/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF W.M.M ROAD AT MUSALMAN PARA ROAD FROM NAJRUL SMRITI SANGHA TO BYE PASS VIA NETAJI KISHORE CHAKRA CLUB & KARBALA SCHOOL IN WARD NO.- 24 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.73,02,687.00
WBMAD/ULB/ RSM/82/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BLACK TOP ROAD AT BACK SIDE OF AMRAKUNJA FLAT TO HOUSE OF GADAI IN WARD NO - 22 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.31,81,126.00
WBMAD/ULB/ RSM/83/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BLACK TOP ROAD AT KHAN PARA ROAD BENERCHANDNI MORE N.S.C BOSE ROAD TO PANCHAYET BORDER IN WARD NO - 22 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.84,46,522.00
WBMAD/ULB/ RSM/84/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BLACK TOP ROAD AT MALANCHA BAZAR POLICE PHARI MORE N.S.C BOSE ROAD TO PANCHAYET BORDER BANI MANDIR FIELD IN WARD NO - 22 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.23,32,613.00
WBMAD/ULB/ RSM/85/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BLACKTOP ROAD AT BHABANIPUR ROAD FROM SUBHASHGRAM RAIL CROSSING TO PANCHAYET BORDER IN WARD NO.- 21 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY	Rs.37,10,975.00
WBMAD/ULB/ RSM/87/26-27 Dated 29.08.2026	The Repairing of Bituminous Road from Kaltala more to Choto Karbala Kabarsthan at Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs.35,20,819.00

Bid Submission end date: 15.09.2026 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.tenders.wb.gov.in
Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ৩১ অগস্ট ২০২৬ • পেজ ৮

স্টেম সেল থেরাপি

ডায়াবেটিস জয়ের নতুন দিগন্ত

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

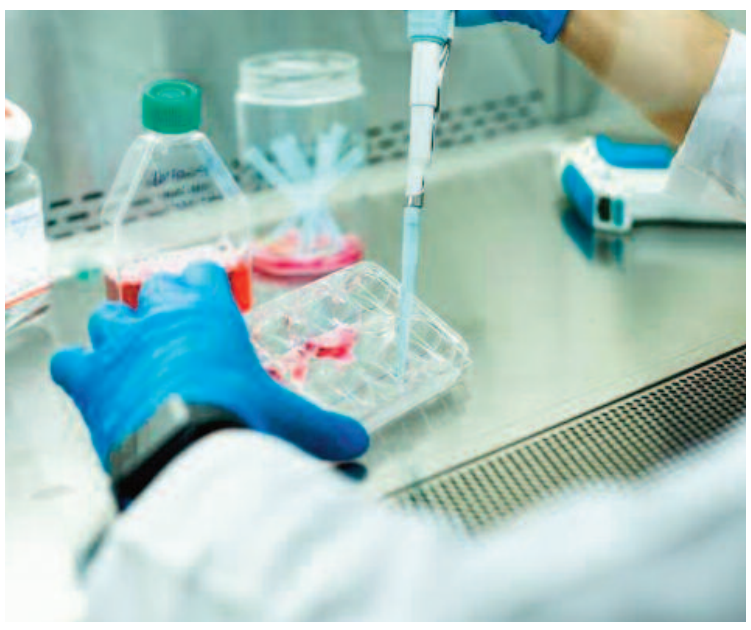

একুশ শতকের পৃথিবীতে মানবজাতির জন্য ডায়াবেটিস হলো সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জগুলোর একটি । ডায়াবেটিস আজকে কেবল একটি রোগ নয়, এটি একটি নীরব মহামারি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে এই রোগটিকে 'নিয়ন্ত্রণযোগ্য' হিসেবেই দেখা হয়েছে, 'নিরাময়যোগ্য' করে তোলা সম্ভব হয়নি। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক জয়যাত্রা সেই চিরাচরিত ধারণাকে বদলে দিতে চলেছে।

চীনের সাংহাই চ্যাংঝেং হাসপাতালের একদল গবেষক প্রথমবারের মতো একজন রোগীর শরীরে কৃত্রিমভাবে তৈরি ইনসুলিন উৎপাদনকারী কোষ সফলভাবে প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এক ব্যক্তির শরীরে স্টেম সেল প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে রোগটিকে সম্পূর্ণ 'রিভার্স' বা নিরাময় করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তারা। এটিই বিশ্বে প্রথম ঘটনা, যেখানে ইনসুলিন-নির্ভর টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগীকে কোষভিত্তিক থেরাপির মাধ্যমে সুস্থ করা সম্ভব হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে পরিচালিত ফলো-আপ পরীক্ষায় দেখা গেছে যে অগ্ন্যাশয়ের কার্যকারিতাই শুধু পুনরুদ্ধার হয়নি, রোগীর বহিরাগত ইনসুলিন বা মৌখিক ওষুধেরও প্রয়োজনীয়তাও হারিয়েছে।

স্টেম সেল শরীরের এমন এক কোষ, যা শরীরেই তৈরি হয়। শুধু তাই নয় এই কোষটিই বাকি সব কোষ-কলার উৎপত্তি ঘটায় ।শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত হয় এই কোষ থেকেই। সেই কারনে একে অনেকেই 'মাতৃকোষ' বা মাস্টার সেলও বলেন। সন্তান জন্মানোর পর মায়ের শরীর থেকে যে 'প্ল্যাসেন্টা' বেরিয়ে আসে, তার মধ্যে থাকে স্টেম কোষ, যাকে 'এমব্রায়োনিক স্টেম সেল' বলে। এই স্টেম কোষের সুবিধা হলো, এই কোষগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যু মেরামতে যেমন কাজে লাগানো যায়, তেমনি এই কোষগুলোকে প্রয়োজন অনুসারে অন্য যে কোনও কোষে বদলে দেওয়া যেতে পারে। অস্থিমজ্জা থেকে নেওয়া স্টেম কোষের আকার-চরিত্র বদলে তাকে যেমন স্নায়ু-কোষের চেহারা দেওয়া যেতে পারে তেমনি হার্টের কোষও তৈরি করা যেতে পারে। আর, স্টেম কোষের এই বৈশিষ্ট্যকেই কাজে লাগিয়েছেন চীনের সাংহাই চ্যাংঝেং হাসপাতালের গবেষকেরা। তবে, তারা এমব্রায়োনিক স্টেম সেলের পরিবর্তে প্রাপ্তবয়স্ক স্টেমসেল ব্যবহার করেছেন।এগুলো আমাদের শরীরের নির্দিষ্ট কিছু টিস্যুতে যেমন- অস্থিমজ্জা বা চর্বিতে থাকে। এগুলো সাধারণত যে অঙ্গ থেকে পাওয়া যায়, কেবল সেই অঙ্গেরই কোষ মেরামত করতে পারে। যেমন-অস্থিমজ্জার স্টেম সেল মূলত রক্তকণিকা তৈরি করে।

চীনের এই গবেষণার সাফল্য দীর্ঘমেয়াদী মেটাবলিক রোগের চিকিৎসায় কেবল আশার আলোই দেখাচ্ছে না, বরং ভবিষ্যতে ইনসুলিন ইনজেকশন ও ওষুধের ওপর নির্ভরশীলতা চিরতরে কমিয়ে ফেলার পথ প্রশস্ত করেছে সাথে সাথে পৃথিবীর কয়েক লক্ষ্য ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের জন্য নতুন আশার আলো নিয়ে এসেছে। এই গবেষণা কোনো একটি বিচ্ছিন্ন সাফল্য নয়, বরং সেলুলার মেডিসিনের এমন এক বিপ্লব যা ইনসুলিন ইনজেকশন ও কৃত্রিম ওষুধের চিরচেনা গণ্ডি পেরিয়ে মানবশরীরকে পুনরায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার বার্তা দিচ্ছে।

দীর্ঘদিন ধরেই ডায়াবেটিসকে সারাজীবনের রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। টাইপ ১ ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে শরীরের ইমিউন সিস্টেম ইনসুলিন উৎপাদনকারী কোষ ধ্বংস করে, আর টাইপ ২ ডায়াবেটিসে ইনসুলিন প্রতিরোধ ও কোষের কার্যকারিতা কমে যায়। এই ধরনের রোগীদের সাধারণত নিয়মিত ইনজেকশন, ওষুধ বা কঠোর জীবনধারা অনুসরণ করতে হয়।

চীনের গবেষকরা স্টেম সেলকে পুনঃপ্রোগ্রাম করে কার্যক্ষম প্যানক্রিয়াটিক বিটা কোষে পরিণত করেছেন;এই কোষগুলোই ইনসুলিন উৎপাদনের জন্য দায়ী। পরীক্ষাগারে তৈরি এই কোষগুলো রোগীর শরীরে প্রতিস্থাপন করলে তা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে এবং স্বাভাবিকভাবে ইনসুলিন উৎপাদনও শুরু করে।

এই গবেষণায় ৫৯ বছর বয়সী একজন ব্যক্তি, যিনি ২৫ বছর ধরে টাইপ ২ ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে ইনসুলিন ইনজেকশনের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, এই থেরাপির পর এখন সম্পূর্ণ ওষুধমুক্ত জীবনযাপন করছেন । এই থেরাপি সেই ব্যক্তির শরীরে কেবল ইনসুলিন উৎপাদন ফিরিয়ে দেয়নি, বরং শরীরের প্রাকৃতিকভাবে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও পুনরুদ্ধার করেছে। প্রতিস্থাপনের মাত্র ১১ সপ্তাহের মধ্যে রোগীটি ইনসুলিন নেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং এক বছরের মধ্যে সব ধরনের ওরাল ওষুধ থেকেও মুক্তি পান।

এই চিকিৎসার মূল চাবিকাঠি হলো Induced Pluripotent Stem Cells îy iPSCs। এটি বিজ্ঞানীদের তৈরি একটি চমৎকার পদ্ধতি। সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক কোষকে (যেমন ত্বকের বা মজ্জার কোষ) ল্যাবরেটরিতে জেনেটিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ভ্রূণীয় স্টেম সেলের মতো শক্তিশালী করে তোলা হয়। গবেষকেরা রোগীর নিজস্ব রক্ত কোষ ব্যবহার করে ল্যাবে সেগুলোকে স্টেম সেলে রূপান্তরিত করেন। পরবর্তীকালে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে সেই স্টেম সেলগুলো থেকে কৃত্রিম অগ্ন্যাশয় দ্বীপকোষ তৈরি করেন। এই কোষগুলোর প্রধান কাজ হলো রক্তে শর্করার মাত্রা বুঝে সঠিক পরিমাণে ইনসুলিন তৈরি করা। স্টেম সেল থেরাপির মাধ্যমে টাইপ ২ ডায়াবেটিস নিরাময়ের এই সাফল্যকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি 'প্যারাডাইম শিফট' বা আমূল পরিবর্তন হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

সাংহাই চ্যাংঝেং হাসপাতালের এই ট্রায়ালটি ছিল একটি 'প্রুফ অফ কনসেপ্ট' (proof-of-concept)। গবেষকেরা এখন এই ট্রায়ালটি আরও বেশি সংখ্যক রোগীর ওপর প্রয়োগের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাদের এই গবেষণার ফলাফল বিখ্যাত আন্তর্জাতিক জার্নাল নেচারের সেল ডিসকভারি-তে প্রকাশিত হয়েছে। টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে;যেখানে শরীর ইনসুলিন ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারে না সেখানে স্টেম সেল পদ্ধতিতে নিরাময় পাওয়া নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। এটি প্রমাণ করেছে যে, অগ্ন্যাশয়ের কার্যক্ষমতা হারিয়ে গেলেও স্টেম সেলের মাধ্যমে তা পুনরায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তবে, এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং ল্যাবে কোষ তৈরি করাও বেশ জটিল একটি পদ্ধতি।

সাধারণত স্টেম সেল গবেষণায় টাইপ ১ ডায়াবেটিস নিয়েই বেশি চর্চা হয়েছে, কারণ সেখানে শরীর একেবারেই ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না। টাইপ-১ ডায়াবেটিস একটি অটোইমিউন রোগ। টাইপ-১ ডায়াবেটিসে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যখন নিজের কোষকে আক্রমণ করে, তখন স্টেম সেল সেই আক্রমণ থামাতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে কাজ করে। স্টেম সেল থেরাপি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে এমনভাবে পুনর্গঠন করার চেষ্টা করে যাতে তা নিজের অগ্ন্যাশয় কোষকে আর আক্রমণ না করে।

চীনের গবেষকরা স্টেম সেল পদ্ধতি ব্যবহার করে টাইপ ১ ডায়াবেটিস নিরাময়েও ইতিমধ্যেই সাফল্য পেয়েছেন। সাম্প্রতিক কিছু ট্রায়ালে দেখা গেছে, টাইপ ১ রোগীদের ক্ষেত্রেও স্টেম সেল প্রতিস্থাপন অগ্ন্যাশয়কে পুনরায় কার্যকর করতে পারে । চীনের তিয়ানজিন এবং বেইজিংয়ের গবেষকরা সম্প্রতি টাইপ ১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ২৫ বছর বয়সী এক তরুণীর ওপর ট্রায়াল চালিয়েছিলেন। দেখা গেছে সেই তরুণী এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ইনসুলিন-মুক্ত রয়েছেন। এই ট্রায়ালটি বর্তমানে আরও দুইজন রোগীর ওপর সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং তাদের ফলাফলও ইতিবাচক।

চীনে অর্জিত এই সাফল্য বিশ্বজুড়ে প্রায় ৪২ কোটি ডায়াবেটিস রোগীর মনে নতুন আশার আলো জ্বালিয়েছে। যদি এই পদ্ধতিটি আরও সহজতর ও নিরাপদ করা যায়, তবে আগামী দিনে ইনসুলিন ইনজেকশন হয়তো ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেবে। ডায়াবেটিস তখন আর 'নিয়ন্ত্রণযোগ্য রোগ' নয়, বরং ক্ষুপুরোপুরি নিরাময়যোগ্য রোগক্ষু হিসেবে গণ্য হবে। গবেষকেরা বলেছেন, এখন তাদের মূল লক্ষ্য হলো; কীভাবে ইমিউনোসাপ্রেস্যান্ট ওষুধের (immunosuppressant drugs) ব্যবহার ছাড়াই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ফাঁকি দিয়ে এই কোষগুলো কার্যকর রাখা যায়। আশা করা যায় যে, ২০২৬ সালের মধ্যেই ডায়াবেটিসের জন্য প্রথম স্টেম সেল-উদ্ভূত আইলেট কোষ প্রতিস্থাপন পদ্ধতিটি কোনো কোনো দেশে অনুমোদনের প্রাথমিক স্তরে পৌঁছে যাবে।

ডায়াবেটিস মুক্তির এই নতুন পথ এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলেও এর সম্ভাবনা অপরিসীম। তবে এই প্রযুক্তিকে সাধারণ মানুষের জন্য সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে যখন এই থেরাপি সর্বজনীন হবে, তখন তা হবে মানবজাতির জন্য এক বিরাট বিজয়। চীনের এই বৈজ্ঞানিক মাইলফলক আমাদের সেই ভবিষ্যতের দিকেই ইঙ্গিত করছে, যেখানে ডায়াবেটিস আর কোনো আমৃত্যু অভিশাপ থাকবে না। বিজ্ঞানের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে হয়তো আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই গ্লুকোমিটার আর ইনসুলিন সিরিঞ্জ ঠাঁই পাবে জাদুঘরে, আর বিশ্ব বরণ করে নেবে এক সুস্থ ও প্রাণবন্ত নতুন প্রজন্মকে।

শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সূর্যরশ্মি

ডাঃ শামসুল হক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতানুসারে আমাদের অতি পরিচিত এক প্রাকৃতিক সম্পদ সূর্যরশ্মির মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেছে সমস্ত ধরণের জীবাণুদের ধ্বংস করার অসীম ক্ষমতা । অত এব অতি সহজলভ্য সেই প্রাকৃতিক সম্পদকে আমরা যদি ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি তাহলে দেহের ভিতর এবং বাহির , সব জায়গায় অবস্থানকারী জীবাণুদের ধ্বংস করতে পারব অতি সহজেই। আর তার ফলে নিজেদের শরীর এবং মনকে যেমন অতি সহজেই দূরে সরিয়ে রাখতে পারব নানান ধরণের রোগ যন্ত্রণা থেকে , ঠিক তেমনই প্রফুল্ল থাকতে বাধ্য আমাদের মনও।

বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুযায়ী মানবদেহ সহ অন্যান্য জীবজন্তু এবং হরেক ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদের উপরও এই সূর্যরশ্মির আছে বিশেষ আধিপত্যও এবং সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে চিকিৎসকরা মানুষকে মুক্তি দিতে সক্ষম হচ্ছেন মধুমেহ, বাত ব্যাধি, নানান ধরণের চর্মরোগ সহ চুল অথবা স্নায়ুর সমস্যাও।

আমাদের চর্তুদিকের পরিবেশ যাতে খোলামেলা হয়, বলা ভালো সমগ্র এলাকা যাতে সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত রাখা যায় আমাদের বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে সেইদিকেও। কারণ তাতে সর্বত্র সুন্দরভাবে পৌঁছাতে পারে সূর্যের আলো। তাতে প্রকৃতি যেমন ঝরঝরে থাকবে, তেমনই জীবাণুমুক্ত থাকবে সমগ্র এলাকাও। আর আমরা সাধারণ মানুষজনও পেয়ে যাব সুস্থভাবে বেঁচে থাকার উপযুক্ত একটা পরিবেশও।

সূর্যকিরণের মাধ্যমে মানব শরীরের অভ্যন্তরের রক্ত উৎপাদনের ক্ষমতা বেড়ে যায় অনেকটাই। সেইসব কাজ ছাড়াও আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং অতি অবশ্যই সময়োপযোগী কাজ হল মানব শরীরের মধ্যে থাকা প্রয়োজনীয় রক্তকে উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ করাও।

যে সমস্ত মানুষ আক্রান্ত হন হাঁপানি রোগে তাঁরা যদি নিয়মিতভাবে সূর্য কিরণের মাধ্যমেই তাঁর প্রয়োজনীয় উত্তাপ টুকু শুষে নিতে পারেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই উপকৃত হবেন। অতএব প্রয়োজনীয় ঔষধের পাশাপাশি চিকিৎসকরা তাঁদের হাঁপানি রোগে আক্রান্ত রোগীদেরই নিয়মিতভাবে সূর্যালোক গ্রহণের উপদেশ দিয়ে থাকেন। আর সেক্ষেত্রে অতি অবশ্যই মেলে উল্লেখযোগ্য ফলাফলও।

সূর্য কিরণের মাধ্যমে আমাদের দেহে পূরণ হতে পারে ক্যালসিয়াম, ফসফরাসের মতো অতি মূল্যবান খনিজ পদার্থের ঘাটতিও। সেই সমস্ত পদার্থ সংগৃহীত হওয়ার পর আবার অতি সযত্নে রক্ষিত থাকে আমাদের দেহের অভ্যন্তরে ও । আর সেগুলো বিভিন্ন ধরণের রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা পালন করে রক্ষা করে আমাদের শরীরকেও।

মানব দেহের অতি আবশ্যিক একটা উপাদান ভিটামিন - ডি এর বিষয়টাও নিশ্চয়ই কারও অজানা থাকার কথা নয়। আমাদের শরীরের সেকোস্টেরয়েড গ্রুপের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা যৌগের নামই হল ভিটামিন - ডি । আর তার প্রধান উৎস হল সূর্য কিরণই। তার উপস্থিতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের দেহেজ ত্বকের এপিডার্মিসের নীচের দিকে স্তরে ক্যালিক্যালসিফেরলের সংশ্লেষণের মাধ্যমেই তৈরি হয় ভিটামিন - ডি।

বলাই বাহুল্য, একজন মানুষের সুস্থ এবং সবল অবস্থায় টিকে থাকার জন্য যে সূর্যালোকের আবশ্যিকতা ঠিক কতখানি সেটা নিশ্চয়ই নতুনভাবে বলার প্রয়োজন নেই। তবে একটা বিষয় সব সময়ই মাথায় রাখতে হবে যে, আমরা সেই প্রাকৃতিক সম্পদকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যেন পালন করি সঠিক নিয়ম কানুনও। নইলে অনেক সময় আবার দেখা দিতে পারে বিরুপ প্রতিক্রিয়াও। বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুযায়ী সকাল এবং বিকেলের ম্লান সূর্যালোক শরীরের উপর ধারণ করাই হল সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। প্রখর রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি করার চেয়ে সেইসময়ই হলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সময়।

সূর্যকিরণের মধ্যে যে আছে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তির অসীম ক্ষমতা সেটা আজকের দিনের সব ধরণের চিকিৎসক ই যেমন মেনে নিয়েছেন। ঠিক তেমনই প্রাচীন কালের আয়ুর্বেদ চিকিৎসক মহল ও সূর্যালোককে গুরুত্ব দিতেন এক ইভাবে। তাই নিজেদের সুস্থ এবং সতেজ রাখার তাগিদে আমারা এই প্রাকৃতিক সম্পদকে কিভাবে সঞ্চিত করব সেটা ভাবতে হবে আমাদেরই।

অর্থোপেডিক চিকিৎসায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, স্বাস্থ্য পরিষেবায় অনন্য অবদান ডা. সুজয় কুণ্ডুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিকিৎসা পরিষেবায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি পেলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. সুজয় কুণ্ডু। অর্থোপেডিক চিকিৎসায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগ এবং রোগীদের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য চিকিৎসকমহলে সুপরিচিত তিনি। তাঁর এই নিরলস কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এবার তাঁর হাতে উঠল 'এবিপি আনন্দ স্বাস্থ্য সম্মান'।

কলকাতার উডল্যান্ডস হাসপাতালের অর্থোপেডিক চিকিৎসক হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে পরিষেবা দিয়ে চলেছেন ডা. সুজয় কুণ্ডু। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে কীভাবে রোগীদের দ্রুত সুস্থ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, সেই লক্ষ্যেই নিরন্তর কাজ করে চলেছেন তিনি। তবে তাঁর চিকিৎসা ভাবনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রোগীর প্রতি মানবিক আচরণ। চিকিৎসা শুধু রোগ নিরাময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, একজন রোগীর মানসিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়াও চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করেন তিনি।

চিকিৎসার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য করে তুলতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ডা. সুজয় কুণ্ডুর। হাওড়া সদরের অন্যতম নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান মেডিভিউ ক্লিনিকের ফাউন্ডার ও চেয়ারম্যান তিনি। সাধারণ মানুষের কাছে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা আরও সহজে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁর এই উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

শুধু চিকিৎসা পরিষেবা নয়, সামাজিক কাজের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন ডা. সুজয় কুণ্ডু। মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার জন্য ইতিমধ্যেই পেয়েছেন একাধিক সম্মান ও স্বীকৃতি।

এবার 'স্বাস্থ্য সম্মান' পেয়ে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত এই বিশিষ্ট চিকিৎসক। সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা বিধায়ক ডা. ইন্দ্রনীল খাঁ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষও।

এই সম্মানকে গর্বের এবং একইসঙ্গে প্রেরণাদায়ক বলে জানিয়েছেন ডা. সুজয় কুণ্ডু। তাঁর কথায়, এই স্বীকৃতি দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল। রোগীদের সুস্থ করে তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেওয়াই একজন চিকিৎসকের প্রধান লক্ষ্য। আগামী দিনেও সেই লক্ষ্যেই আরও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যেতে চান তিনি।

বিশ্বব্যাপী সমীক্ষায় প্রকাশ, আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক চিকিৎসায়

মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের পরিধি বৃদ্ধি জরুরি

শুভজিৎ বসাক

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বখ্যাত 'Institute for Health Metrics and Evaluation' (IHME)-এর বিজ্ঞানীদের প্রস্তুত করা এবং আন্তর্জাতিক সাময়িকী 'The Lancet Public Health'-এ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার এক চমকপ্রদ ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ চিত্র ফুটে উঠেছে যেখানে চিকিৎসক সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী সহ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের সংখ্যাতত্ত্ব এবং নারীদের এই পেশায় স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান নিয়ে যা রীতিমতো আলোড়ন ফেলেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গত তিন দশকে (১৯৯০-২০২৩ সালের মধ্যে) বিশ্বব্যাপী মোট স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা ৪০.৯ মিলিয়ন থেকে প্রায় তিনগুণ অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পেয়ে ১২২.১ মিলিয়নে পৌঁছেছে। এই বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির ৭১.৪ শতাংশ নিশ্চিত করেছেন নারী স্বাস্থ্যকর্মীরা এবং ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্ব স্বাস্থ্যশক্তির ৬৮.৯ শতাংশ পেশাদারই নারী। তবে এই লক্ষণীয় গাণিতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও বিশ্বজুড়ে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার মাঝারি স্তর অর্জন করতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বৈশ্বিক স্তরে এখনও ৩.৪৪ কোটি (৩৪.৪ মিলিয়ন) অতিরিক্ত দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর তীব্র ঘাটতি বিদ্যমান। বিশেষ করে জটিল চিকিৎসা প্রযুক্তি চালনায় সক্ষম আন্তর্জাতিক মানের মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের এই বৈশ্বিক ঘাটতি আধুনিক স্বাস্থ্যসেবার স্বাভাবিক গতিকে বড় আকারের চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক দরবারে বিশ্ব মানচিত্রের নিরিখে দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতের স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠামো পর্যালোচনা করলে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত স্বাস্থ্য জনবলের বিকাশ ও প্রসারের বিশাল সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক তথ্য অনুযায়ী, বৈশ্বিক সূচকে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার কার্যকর মানদণ্ডে ১০০-এর মধ্যে অন্তত ৮০ স্কোর অর্জনের লক্ষে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কর্মী বাহিনী সম্প্রসারণ অত্যন্ত ফলপ্রসূ পদক্ষেপ। চীনে যেখানে প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যার বিপরীতে প্রায় ১৩০ জন আধুনিক স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োজিত থেকে পরিষেবা প্রদান করছেন, সেখানে ভারতে প্রতি ১০,০০০ মানুষের সেবায় মোট স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন ৭৩ জন। আন্তর্জাতিক গাণিতিক অনুপাত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই ৭৩ জন স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যে প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যায় ডাক্তার ১০.৫ জন, নার্স ১০.৮ জন, অপারেশন থিয়েটার, ক্রিটিক্যাল কেয়ার, পারফিউশিন, ল্যাবরেটরি, রেডিওলজি, রেডিওথেরাপি, ইসিজি, ইইজি, ডায়ালিসিসসহ উচ্চপ্রযুক্তির দায়িত্বে থাকা প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট রয়েছেন প্রায় ৪.২ জন, ফার্মাসিস্ট ও সহকারী ৮.১ জন, ধাত্রী ১.২ জন। উন্নত বিশ্বের আধুনিক হাসপাতালগুলোতে রোগী পরিষেবা সুসংহত ও নিখুঁত রাখতে প্রতি ১ জন চিকিৎসকের বিপরীতে ৩ থেকে ৫ জন বিশেষজ্ঞ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট সাফল্যময় ভূমিকা পালন করেন; ভারতের মতো প্রগতিশীল দেশেও এই অনুপাতকে আরও সমৃদ্ধ ও সুসংহত করার মাধ্যমে আগামী দিনের প্রযুক্তিভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। মূলত এই দক্ষ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টরাই আধুনিক প্রযুক্তিগত চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রধানতম চালিকাশক্তি এবং নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা নিশ্চিতকরণের মূল স্তম্ভ।

জরুরি ও অতি সংকটজনক রোগী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও নৈপুণ্য জীবন বাঁচানোর সরাসরি সমার্থক। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রোগী আসামাত্রই ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্টরা রক্ত, তরল ও বায়োপসি নমুনার বায়োকেমিক্যাল, হেমাটোলজিক্যাল ও অনকোলজিক্যাল সূক্ষ্ম পরীক্ষা সম্পন্ন করেন, যার সঠিক তথ্যের ওপর ভর করে চিকিৎসকেরা জরুরি চিকিৎসার গতিপথ নির্ধারণ করেন। কার্ডিয়াক ক্যাথ ল্যাবে ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি কিংবা অ্যাঞ্জিওগ্রাম পরিচালনা করেন কার্ডিওভাসকুলার টেকনোলজিস্টরা; আর অপারেশন থিয়েটার এবং অ্যানেস্থেসিয়া, ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টরা কৃত্রিম ভেন্টিলেটর, যথাযথ এয়ারওয়ে ম্যানেজমেন্ট, ফ্লুইড, ড্রাগের পরিমাপ ও আনুষঙ্গিক মনিটর সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ করেন। এমনকি ক্যান্সারের চিকিৎসায় রেডিওথেরাপিস্টরা অত্যাধুনিক সফটওয়্যারের সাহায্যে সুস্থ কোষকে বাঁচিয়ে ক্যান্সার আক্রান্ত কোষে নিখুঁত মাত্রায় রেডিয়েশন প্রয়োগ করেন। বর্তমান বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত ডায়াগনস্টিকস, অটোমেটেড ল্যাবরেটরি, ডিজিটাল রেডিওলজি, প্রিসিশন মেডিসিন এবং রোবোটিক সার্জারির বহুল ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাস্থ্যসেবায় মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টরাই আগামী দিনের মুখ্য চালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য ও বর্তমান প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে এটি সুস্পষ্ট যে, বিশ্বমানের সাশ্রয়ী ও আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের কেবল 'সহযোগী স্বাস্থ্যকর্মী' হিসেবে দেখলে চলবে না। চিকিৎসা ব্যবস্থার মূল প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে তাঁদের আসীন করা এখন সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত হয়ে উঠছে। হাসপাতালে ডায়াগনস্টিক ও প্রযুক্তিনির্ভর বিভাগ পরিচালনা, মান নিয়ন্ত্রণ, এবং স্বাস্থ্যনীতি নির্ধারণী কমিটিতে টেকনোলজিস্টদের স্বাধীন প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য স্বতন্ত্র পেশাদারি ক্যাডারের মতো মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের জন্য উচ্চশিক্ষা, স্বতন্ত্র ডিরেক্টরেট গঠন, কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতির পদসোপান এবং স্বাধীন পেশাদারি কাউন্সিল বা পর্ষদ গঠন করা জরুরি। নীতি নির্ধারণী পদে তাঁদের মতো কারিগরি বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি না থাকলে স্বাস্থ্য বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক উপযোগিতা ও আধুনিক পরিকাঠামোর সঠিক রক্ষাবেক্ষণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আন্তর্জাতিক সমীক্ষার সার্বিক বিশ্লেষণ নিশ্চিত করে যে, বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হলে প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাঁদের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক স্বীকৃতি প্রদান করা জরুরি। মহামারী প্রতিরোধ থেকে শুরু করে জটিল ক্রনিক রোগের নিখুঁত ডায়াগনস্টিক সমাধান; একটি গুণগত মানসম্পন্ন, শক্তিশালী ও আধুনিক স্বাস্থ্য কাঠামো নির্মাণে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টরা কেবল স্বাস্থ্যসেবার সাধারণ অংশ নন, বরং আন্তর্জাতিক সুস্থতা ও ভবিষ্যৎ চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রধানতম স্থপতি।